ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 August, 2020 ■ আগরতলা, ৫ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ২১ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে আজ অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমিপূজা

অযোধ্যা, ৪ আগস্ট।। আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে সোমবার থেকেই। অযোধ্যায় ভূমিপূজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। আমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায় সবাই অযোধ্যায় হাজির। অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত না হলেও, শুধুমাত্র ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে আশপাশের রাজ্য থেকেও বহু মানুষ রামনগরীতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। তবে করোনার প্রকোপে গোটা দেশ যখন ত্রস্ত, অযোধ্যায় জনসমাগম সামাল দেওয়াই তখন রাজ্য প্রশাসনের প্রধান চিন্তা।

পঞ্জিকা মিলিয়ে আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ মন্দিরের ভূমিপুজো শুরু হওয়ার কথা। তাতে যোগ দিতে সকাল ৯টা বেজে ৩৫ মিনিটে দিল্লি থেকে রওনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সওয়া ১১টা থেকে ১১টা ২৫ মিনিটের মধ্যে লখনউ বিমানবন্দরে পৌঁছনোর কথা তাঁর। সেখান থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে চেপে সাকেত কলেজের মাঠে নামবেন তিনি। তবে রামের আরাধনা শুরু করার আগে প্রথমে হনুমানগড়ীতে হনুমানের বিশেষ পুজো সারবেন প্রধানমন্ত্রী।

হনুমানগড়ীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। সেখান থেকে একসঙ্গে দু'কিলোমিটার দূরের রাম জন্মভূমিতে এসে পৌঁছবেন তাঁরা। সাড়ে ১২টা থেকে ভূমিপুজো শুরু হলেও ১২টা বেজে ৪০ মিনিটে মন্দিরের শিলান্যাস করবেন নরেন্দ্র মোদী। তার জন্য আগে থেকেই ৪০ কেজি ওজনের রুপোর ইট রাখা আছে। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মহন্ত নৃত্যগোপাল দাস তা দান করেছেন। তবে স্থায়ী ভাবে ইটটি সেখানে রাখা হবে না। ভূমিপুজো মিটে গেলেই সেটি সরিয়ে নেওয়া হবে।

করোনা নিয়ে সতর্কতার মধ্যেও ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানে ১৭৫ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৫ জনই সাধু-সন্ত। আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন বাবা রামদেবও। মঙ্গলবারই অযোধ্যায় এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও ১২৫ জন আক্রান্ত হলেন করোনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন আরও ১২৫ জন। এদিন, ৩৭৭০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। দেখা গিয়েছে, সমীক্ষায় বেকলগ হিসেবে ৭৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়। তাতে ১১ জনের কোভিড -১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। কেয়ারেন্টাইন এবং ভ্রমণ করে আসা ২৩৪০ এর পরীক্ষায় ৯৩ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে এবং আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হয়েছিল ৬৪৮ জনের। তাতে ২১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিন আক্রান্ত ১২৫ জনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৫৪ জন, উত্তরে ১৬, ধলাইয়ে ৫, খোয়াইয়ে ১৪, সিপাহীজলায় ১১, গোমতীতে ২৪ এবং দক্ষিণ জেলার ১ জন।

হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কন্দ্রকে কোভিড কেয়ার সেন্টার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কন্দ্রকে কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র মহকুমার করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণ রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ পাবেন না। এর ফলে এলাকার রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হয়েছেন।

উল্লেখ্য হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওপিডি ব্যবস্থা চালু ছিল।এই চিকিৎসা পরিষেবা চালু থাকায় হেজামারা সহ পার্শবর্তী এলাকার বহু মানুষ হেজামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা সুযোগ গ্রহণ করতেন।বর্তমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে অন্যান্য স্থানে চিকিৎসা পড়িস আবার সুযোগ গ্রহণ করতে যাওয়া এলাকার লোকদর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি বিধায়কের কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন, ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ

আগরতলা, ৪ আগস্ট (হি. স.) ।। ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনে গিয়ে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের করোনা আক্রান্তের অতি সংস্পর্শে যাওয়ার ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ড় মাহাত্মে সন্দীপ এন-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন নিয়ে ত্রিপুরায় জেলা প্রশাসন এবং বিজেপি বিধায়কের মধ্যে তরজার লড়াই চরমে পৌঁছেছিল। পিপিই কিট পরলেও করোনা আক্রান্তের অতি সংস্পর্শে যাওয়ায় বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক। তাঁর নির্দেশের জবাবে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বলেছেন, সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের অবগত করেই কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেছি। অথচ, অতীতে এমনই করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে গিয়েছেন, এমন-কি সংক্রমিতদের বাড়িতে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এক্ষেত্রে, কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে পাঠিয়ে তাঁকে সংক্রমিত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

পাল্টা জেলা শাসক বলেছেন, অনুমতি নিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে গেছেন এমন কোন নথি থাকলে দেখাতে পারেন। তাছাড়া, তার সুরক্ষার চিন্তাতেই একান্তবাসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে আজ স্বরাষ্ট্র দফতর বিধায়কের কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মোট তিনটি বিষয়ের উপর তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে, সুরক্ষা ব্যবস্থা কতটা লঙ্ঘিত হয়েছে, বিধায়কের নিজের এবং অন্যান্যদের সাথে পরিবার কতটা ঝুঁকিতে রয়েছে এবং ওইদিন কোভিড কেয়ার সেন্টারে দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা কতটা দায়িত্ব পালন করেছেন তার রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

পরিবারের দু'জন করোনা আক্রান্ত হলেও রিপোর্ট নেগেটিভ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৪ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের দুই সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এদিকে, ত্রিপুরায় গতকাল নতুন করে ১৩১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাছাড়া, দুই জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় জানান, তার পরিবারের দুই সদস্যের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাই, তিনিও নমুনা পরীক্ষা-র জন্য দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকে সেলফ আইসোলেশনে রেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার সকালে তিনি ফের এক টুইট বার্তায় জানান, তাঁর কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঊনকোটি জেলার এডিসি এলাকায় আজ ২৪ ঘন্টার বনধ ডাকল আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের অভিযোগ তুলে ৭ টি ইস্যু নিয়ে বুধবার সকাল ছয়টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার ঊনকোটি জেলার সমস্ত এডিসি এলাকা বনধ ডাকল আইপিএফটি ঊনকোটি জেলা কমিটি। মঙ্গলবার পঞ্চমনগর কমিউনিটি হলে সাংগঠনিক সভা শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে ২৪ ঘণ্টার ঊনকোটি এডিসি এলাকা বনধের ঘোষণা দেয় আইপিএফটি ঊনকোটি জেলা কমিটি। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি জয় কিষান দেববর্মা, রাজ্য কমিটির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক বীরেশ দেববর্মা, কৈলাশহর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউপিএসসিতে অসম ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের আট সন্তানের কৃতিত্ব

আগরতলা, ৪ আগস্ট (হিঃসঃ)।। ইউপিএসসি পরীক্ষায় অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট কৃতী সন্তান সাফল্য অর্জন করেছেন। উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমার বাসিন্দা ধীমান চাকমা সারা ভারতে ৭২২ তম স্থান অর্জন করেছেন।

ওই পরীক্ষায় দেশের মোট ৮২৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে অসমের আরণ্যক শইকিয়া, নিবেদিতা দত্ত, কিশোর সূত্রধর এবং তপন ডেকা ছাড়াও সিকিমের ইয়াংচেং ডোমা ভুটিয়া ও জিগদেন লিনদেরপা এবং নাগাল্যান্ডের রিচার্ড ইয়ানথান সাফল্য লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত আজ ঘোষিত তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে প্রদীপ সিং, যতীন কিশোর এবং প্রতিভা বার্মা।

ত্রিপুরার বাসিন্দা ধীমান চাকমা। ছবি-ট্যুইটার

অসমের আরণ্যক শইকিয়া ৫৯ তম স্থান লাভ করার পাশাপাশি তপন ডেকা ৭৬৬ তম স্থান দখল করেছেন। এছাড়া নাগাল্যান্ডের রিচার্ড ইয়ানথান ১৩৩ তম, সিকিমের ইয়াংচেং ডোমা ভুটিয়া ৬৭৭, জিগদেন লিনদেরপা ৭৯৪ রেংক পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আরণ্যক শইকিয়া অসম পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি তথা বর্তমান অসম সাহিত্য সভার সভাপতি কুলধর শইকিয়ার পুত্র। এর আগেও তিনি সিভিল সর্ভিস পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ২০১৭ সালে প্রথমবার তিনি ইউপিএসসি পরীক্ষায় ১৪৮ তম স্থান দখল করেছিলেন। আরণ্যক বর্তমানে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের কর্ণাটক ক্যাডারের আধিকারিক হিসেবে প্রশিক্ষণে রয়েছেন।

এদিকে ত্রিপুরার কৃতী সন্তান ধীমান চাকমা বর্তমানে দেরাদুনে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের প্রবেশনারি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাঁর বাবা দেবব্রত চাকমা এবং মা প্রীতিলতা চাকমা ছেলের সাফল্যে ভীষণ খুশি। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এবং কাঞ্চনপুরের মহকুমাশাসক ধীমান চাকমাকে তাঁর সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সিধাইয়ে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের করইয়া মুরা গ্রামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম বান্টি রুদ্রপাল। রিতার স্বামীর নাম লিটন রুদ্রপাল। বারান্দা থেকে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার পর থেকেই মৃতার স্বামী লিটন রুদ্রপাল পলাতক। পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে গৃহবধূ বান্টি রুদ্রপাল বারান্দায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তারা লক্ষ্য করেন মৃতদেহটি বারান্দায় পড়ে রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পরিবারের লোকজন জানান গৃহবধূ ফাঁসিতে ঝুলছিল।

গৃহবধূর দাদা শ্বশুর দা দিয়ে দড়ি কেটে মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে ফেলেছেন।পুলিশ সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিকে গৃহবধূর মৃত্যুর পরপরই স্বামী লিটন রুদ্রপাল পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য ঘনীভূত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা দপ্তরে কল সেন্টার ও ভর্তির জন্য সূচনা পোর্টালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে ভর্ত্তির জন্য এখন থেকে ছাত্র ছাত্রীদেরকে আর কলেজে গিয়ে ভর্ত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে না। এখন থেকে তারা বাড়িতে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করতে পারবে এবং অনলাইনের মাধ্যমেই কলেজে ভর্ত্তি হতে পারবে।

এজন্য আজ থেকে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। আজ শিক্ষা ভবনের কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এই অনলাইন পোর্টালের উদ্বোধন করে বলেন, শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রথম রাজ্যে অনলাইন-এ ভর্ত্তির জন্য পোর্টাল চালু করা হল। যার মাধ্যমে ছাত্র-যাত্রীরা ঘরে বসেই সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলিতে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আনলক শুরু হতেই সকালে রাজধানী আগরতলায় ব্যবসায়ীরা দোকাপাট খুলে পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। পরে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রচার করা হয় সব ধরনের দোকান খোলা হয়। তারপর বন্ধ করে দেয়া হয় দোকানপাট। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

৫,৭৫,৫০০ বাংলাদেশি টাকা সহ আটক ২ ব্যক্তি

আগরতলা, ৪ আগস্ট (হি.স.)।। পাঁচ লক্ষাধিক বাংলাদেশি টাকা সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথ বাহিনী। ধৃতদের কাস্টমসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে উদয়পুরের এসডিপিও ধ্রুব নাথ বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ এবং পুলিশ বিভিন্ন স্থানে ওত পেতে বসেছিল। তাতে সাফল্য মিলেছে। তাঁর কথায়, সাব্রুম থেকে বাংলাদেশি টাকা নিয়ে রমেন্দ্রনগরের বাসিন্দা উজ্জ্বল মল্ল এবং প্রবীর সরকার আগরতলা যাচ্ছিল। বাগমা ফাঁড়ির কাছাকাছি স্থানে তাদের আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, টিআর ০৮ ০৭০৯ নম্বরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় আহত অ্যাম্বুলেন্স চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স এর চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।আহত অ্যাম্বুলেন্স চালককে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বর্তমানে এম্বুলেন্স জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে একটি অ্যাম্বুলেন্স কৈলাশহর থেকে কুমারঘাট যাওয়ার পথে ডলুগাঁও বাজারের পাশে উল্টে যায়। অ্যাম্বুলেন্সে রোগী কিংবা অন্য কোন লোকজন ছিলেন না। ফলে প্রাণহানির কোন খবর নেই। অ্যাম্বুলেন্স উল্টে যাওয়ায় অ্যাম্বুলেন্সের চালক গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসককে থুতু মামলায় চার অভিযুক্ত সহ ছয়জনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর

আগরতলা, ৪ আগস্ট (হিঃসঃ)।। করোনা-র সাথে যুদ্ধে সামনের সারির সৈনিককে থুতু দেওয়ার অভিযোগে রুজু মামলায় ধৃত চারজনকে আজ পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের আদালতে সোপর্দ করে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজত এবং টিআই প্যারেডের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু আদালত ধৃত চারজনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে। সাথে পুলিশের টিআই প্যারেডের আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, শিশু সহ করোনা আক্রান্ত পাঁচ জন্মদাত্রী এবং এক গর্ভবতী মহিলাকে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতির জন্য নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ভরতি অন্য করোনা আক্রান্তরা তাতে আপত্তি জানান। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সংগীতা চক্রবর্তী। কিন্তু, রোগীরা তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেন। এ-বিষয়ে ডা. সংগীতা জানিয়েছিলেন, সদ্যজাত সন্তান নিয়ে জন্মদাত্রীরা এবং পিপিই কিট পরে স্বাস্থ্য কর্মীরা ৫ ঘণ্টা ধরে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। এমন-কি, তাঁকে লক্ষ্য করে থুতু ফেলা হয়েছে এবং এক যুবক উপর থেকে জল ফেলেছে। তিনি বলেন, অবশেষে কোনও উপায় না পেয়ে ওই করোনা আক্রান্তদের জিবি-র কোভিড হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

তিনি জানান, সেদিনের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরে স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। কর্তব্যরত অবস্থায় লাঞ্ছনার শিকার হওয়ায় সে-বিষয়ে রিপোর্টে করেছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক পুলিশ সুপারের সাথে আলোচনাও করেছেন ভুক্তভোগী ডাক্তার। স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা বলেন, নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় ওই ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার মানিক দাস জানিয়েছেন, করোনা অতিমারির আইন সকলকে মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর হামলাহুজ্জতি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

চিকিৎসককে লক্ষ্য করে থুতু দেওয়ার ঘটনায় প্রশাসনের তরফে করোনা আক্রান্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য অধিকর্তা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় করোনা আক্রান্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছেন থানা কর্তৃপক্ষ। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করেছে এবং তাদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ওই ঘটনায় সহকারী সরকারি আইনজীবী কর্ণজিত দে ত্রিপুরা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান। বিচারপতি অরিন্দম লোধের সিঙ্গল বেঞ্চে ওই মামলায় শুনানি হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করেনি। কিন্তু আগামী ৫ আগস্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে কেস ডায়েরি জমা এবং টিআই প্যারেডের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি লোধ।

আজ ত্রিপুরা পুলিশ ওই মামলায় বিশ্বজিৎ দাস, মিলান দাস, সহকারী সরকারি আইনজীবী কর্ণজিৎ দে এবং রঞ্জিত সাহাকে গ্রেফতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় কন্টেইনমেন্ট জোনে তীব্র খাদ্য সংসকট, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ আগস্ট।। উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তীব্র উত্তেজনা। কন্টেইনমেন্ট জোনে আবদ্ধ সানীয়দের খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ।কদমতলা ব্রজেন্দ্রনগর ও কদমতলা পিয়ারী ছড়া পৃথক দুটি রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদে নামল ১৭ দিন কন্টেইন্টমেন্ট জোনে থাকা সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ। ঘটনা সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নাম্বার ওয়ার্ডে সরসপুর স্কুল সংলগ্ন এলাকায়।

খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জলের দাবিতে দীর্ঘ ৩ ঘন্টা পথ অবরোধের পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব সহ পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান। ঘটনাস্থলে এসে কন্টেইনমেন্ট জোনে থাকা উত্তেজিত সাধারণ মানুষদের আশ্বস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৯৩ ▫ ৫ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ২০ শ্রাবণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অন্ধকারে আলোর সাধনা

রাজ্যে নথিভূক্ত বেকার ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২৬২ জন। সোমবার শ্রম দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় এই তথ্য উঠিয়া আসে। রাজ্যে ১১১টি নথিভুক্ত বেসরকারী নিয়োগকর্তা এবং ১৬টি নথিভুক্ত পাবলিক এমপ্লয়ার রহিয়াছেন বলিয়া শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব জানাইয়াছেন। ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করিয়াছেন এমন চাকরী প্রত্যাশী যাহারা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় চাকরী পাইয়াছেন তাহাদের বিবরণ সহ স্বঘোষিত ফর্ম পূরণ করিয়া নিয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে শ্রম দপ্তরের কাছে জমা দেওয়ার বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরো করা হইয়াছে। ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস পোর্টালে নথিভুক্ত চাকুরী প্রত্যাশীর সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২৬২ জন।

দেশ জুড়িয়া করোনা সংক্রমণের কারণে বহু বেকারের চাকুরী গিয়াছে। এই ত্রিপুরার বহু যুবক যুবতী দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। তাহাদের একটি বড় অংশের কর্মচ্যুতির কারণে রাজ্যের বেকারদের মধ্যে হতাশার আগুন জ্বলিয়াছে। করোনা অতিমারি দেশের মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়া দিয়াছে। রাজ্যে এই লক্ষাধিক বেকারদের একটি বড় অংশই সরকারী চাকুরীর প্রত্যাশায় দিন গুনিতেছে। সরকারী তথ্যে দেখা গিয়াছে রাজ্যে ১১১টি নথিভুক্ত বেসরকারী নিয়োগ সংস্থা আছে। সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও বেকাররা প্রতারিত হইতেছেন। এইসব প্রতারণা রুখিতে রাজ্য সরকারও তেমন সক্রিয় মনে হইতেছে না। রাজ্যে বেসরকারী ক্ষেত্র যতদিন নিজের পায়ে শক্ত মাটির উপর দাঁড়াইতে না পারিবে ততদিন এরাজ্যে বেকারদের যন্ত্রণার অবসান হইবে না। সরকারী ক্ষেত্রে চাকুরীর ক্ষেত্র দিনে দিনে সংকুচিত হইয়াছে। বেকাররা সরকারী চাকুরীর উপর আগের মতো সেই নির্ভরতা আছে মনে হয় না। রাজ্য সরকারের পক্ষেও কর্মসংস্থানের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। কারণ, এরাজ্যে বৃহৎ শিল্প ও বড় কর্পোরেট সংস্থা নাই। আর এজন্যই ত্রিপুরার যুবক যুবতীরা বহির্রাজ্যে পাড়ি দিতে থাকে। কিন্তু, করোনার কল্যাণে সবকিছুই তছনছ হইয়া গিয়াছে। বেকারদের জীবনে নামিয়া আসিয়াছে অনামিশার অন্ধকার। কোনও দিন সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর রোশনাই দেখা দিবে কিনা কে জানে?

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

।। দিলীপ ব্যানার্জী ।।

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রাকৃতিক অনুপম সৌন্দর্য্য মন্ডিত ভু - স্বর্গ রূপে নন্দিত।পূর্বতন শাসনতান্ত্রিক জটিলতা ও পরিবার কেন্দ্রিক ক্ষমতার কারণে, বহুমুখী সম্ভাবনাময় এই রাজ্যটি দীর্ঘ বছর ধরে পশ্চাদমুখী হয়ে পড়েছিল।কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত বলিষ্ঠতা র সাথে ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ধারা ও ৩৫৬ বাতিল বলে ঘোষণা করলে রাজ্যটি অতি দ্রুত উন্নতি এবং প্রগতির পথে অগ্রসর হতে শুরু করে।লক্ষণীয় ভাবে,এই দুটো অনুচ্ছেদ ঐশ্বর্য্য মন্ডিত রাজ্যটি কে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল যার ফলশ্রুতিতে কাশ্মীরের জনগণ , সাধারণ ভারতবাসী যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল, তা থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছিল। উত্তর কাশ্মীরের কূপ ওয়ারা জেলার আপেল উৎপাদনকারী জনৈক আমীর হোসাইন যথাযথই বলেছে 'অশুভ অনুচ্ছেদ দুটো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের জনগন অর্থাৎ কাশ্মীর বাসী,কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছিল তার তার মূল কারণ হলো ক্ষতিকর ৩৭০ ধারা ও ৩৫৬ এবং এই কারণেই ভারতীয় হত্তয়া সত্ত্বেও আমরা সাংবিধানিক বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে হচ্ছিলাম, কিন্তু ৩৭০ ধারা বাতিলের পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত এবং গৃহীত সকল পরিকল্পনার সুফল সরাসরি আমরা ভোগ করতে পারবো। কিছু অ- রাষ্ট্রীয় লোক পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদি কার্য্য কলাপের মাধ্যমে কাশ্মীরের যুবকদের প্ররোচিত করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাচ্ছি ল।লক্ষ্য করার বিষয়, ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট ,৩৭০ ধারা বাতিলের পর, পাথর নিক্ষেপের মত কার্যকলাপ অভাবনীয় রূপে হ্রাস পায়। তথ্য অনুযায়ী দেখে গিয়েছে যে ২০১৯;সাল পর্যন্ত কমবেশি ২৬৫৩ টি পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল আর ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি।

আগস্টে ব্যাঙ্ক নিয়ে ফাঁপড়ে গ্রাহকরা

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): এমনিতেই ব্যাঙ্কের সময়সীমা বেলা দুটো পর্যন্ত। তার ওপর গুচ্ছের ছুটি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেহাল পরিকাঠামো। সব মিলিয়ে গ্রাকদের ভোগান্তি। মাসের বাকি ২৭ দিনের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। তাই জরুরি কাজ বা নগদ লেনদেনের বিষয় থাকলে সেরে ফেলুন খুব পরিকল্পনামাফিক। সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ছুটির দিনগুলোতে সাধারণ গ্রাহকদের এটিএম এ একমাত্র ভরসা। আগস্ট মাসের ৫, ৮, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ৩১ তারিখ এই সাত দিন লকডাউন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩১ দিনের মধ্যে মাসের বেশিরভাগ দিনই ব্যাঙ্ক পরিষেবা বন্ধ থাকছে চলতি মাসে। তবে এটিএমগুলো থেকে একটা নির্দিষ্টি পরিমাণ টাকা তোলা যায়, তার বেশি টাকার প্রয়োজন হলে খোলা দিনগুলিতে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিন।শনিবার ঈদের ছুটিতে দেশজুড়ে বন্ধ ছিল ব্যাঙ্ক পরিষেবা। রবিবার ছুটির দিন থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঙ্ক বন্ধ।সোমবার রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে ফের বন্ধ ছিল ব্যাঙ্ক পরিষেবা। ৮ আগস্ট মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং ৯ আঅগস্টও রবিবার বলে বন্ধ ব্যাঙ্ক। আবার ১১ ও ১২ অগস্ট দেশব্যাপী জন্মাষ্টমী উৎসব পালনের ফলে ব্যাঙ্ক পরিষেবা বন্ধ থাকবে।অর্থাৎ আগামী শনিবার থেকে সোমবার বাদ দিয়ে বুধবার পর্যন্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকছে। এর পর ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ছুটি।১৬ আগস্ট রবিবার হওয়ার কারণে বন্ধ থাকবে সমস্ত ব্যাঙ্ক।২১ ও ২২ আগস্ট বেশকিছু রাজ্যে আঞ্চলিক উৎসব এর জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে ব্যাঙ্কের পরিষেবা। যার ১৬ অগস্ট রবিবার হওয়ার কারণে বন্ধ থাকবে সমস্ত ব্যাঙ্ক। আগামী ২৯ শে আগস্ট অর্থাৎ চতুর্থ শনিবার হওয়ার কারণে বন্ধ থাকছে সেদিনও ব্যাঙ্ক।তারপর ৩০ আগস্ট রবিবার দিন পড়েছে। তাই সেই দিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক পরিষেবা। ২১ ও ২২ আগস্ট বেশকিছু রাজ্যে আঞ্চলিক উৎসব এর জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে ব্যাঙ্কের পরিষেবা. আর ২২ আগস্ট গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে মহারাষ্ট্র সহ বেশ কিছু রাজ্যে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। প্যাট্রিয়ট ডে উপলক্ষে ১৩ অগস্ট মণিপুরে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। এসবের পাশাপাশি গোটা দেশের প্রতিটি রাজ্যে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় কর্মীর অভাব বা বেহাল যন্ত্রের জন্য বিভিন্ন রকমের পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না।

করোনায় দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত ৬৭৪

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত ৬৭৪ জন।নিহত ১২। দিল্লিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৩৩ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৯১৫৬। মঙ্গলবার দিল্লির সরকারের তরফ থেকে জারি করা হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৯৭২। সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ১২৫২২৬। দিল্লিতে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮৯৭।ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ৪৯৯।গোটা দিল্লি জুড়ে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১০৮৩০৯৭।

মানুষের দিকে তাকাও হাত ধরো, পাশে দাঁড়াও

অশোক ঘোষ ও মহম্মদ নওফেল সফিউল্লা

কোরোনয় বিদেশহারা মানুষ। চার মাসের বেশি লকডাউনে জীবনও জীবিকার নিশ্চিয়তা শিকেয় উঠেছে। আনলক পর্ব শুরু হলেও এখনও ছন্দে ফেরেনি আর্থিক কর্মকাণ্ড। তার মধ্যেই আবার সংক্রমণ বাড়ার কারণে সপ্তাহে দু'দিন করে পুনরায় সারা রাজ্যে সম্পূর্ণ লকডাউন। ফলে দু'দিন করে বন্ধ থাকবে অফিস -কাছারি, কলকারাখানা, চলবে না গণপরিহবণ। দু'একটা ক্ষেত্র বাদ দিলে আবার আংশিক স্তব্ধ হবে জীবন।

সাধারণ মানুষের চিন্তা এখন আর করোনা নিয়ে নয়, বরং তা ছড়িয়ে কোথা থেকে আসবে রোজগার, জোগাড় হবে পরিবারের জন্য দু'মুঠো অন্ন ।নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনে আরো সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, এখনাগড়ে সুদ কমায় জমা টাকা থেকে আয়ও কমেছে।

লকডাউনের জোর সামলাতে ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে অনেক সংস্থায় বহু সংস্থা আবার ছাঁটাইয়ের পথে হেঁটেছে। সেই সমস্ত কাজ হারানো কর্মীরা তো বটেই, বেতন ছাঁটাই হওয়া রোজগারে মানুষেরা বিপন্নতায় ভুগছেন। কাজকর্ম থমকে, রোজগারের চিন্তায় হন্যে মানুষ। আমাদের দেশে খাদ্য শিক্ষা ও স্বাস্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিকল্পনার অভাব আবহমানকাল থেকে। জনসাধারণের চেতনায় যেমন বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব আছে, সেরকম সমস্ত নাগরিকের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা নাগালের বাইরে। স্বাভাবিকভাবে প্রতিনিয়ত সংবাদমাধ্যম সূত্রে বিনা চিকিৎসায় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে।

সময়ের সঙ্গে হয়ত একদিন বিশ্বব্যাপী এই করোনার ঝড় থেমে যাবে। কিন্তু এই করোনা এবং তার ফলে দীর্ঘ লকডাউন আমাদের জনজীবনকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে যাবে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর থেকে ঘুরে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই দীর্ঘ লকডাউনের ফলে বিশেষভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার সংকট, তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জের অর্থনীতির বাস্তব চিত্রের এক নতুন অধ্যায় দেশের সামনে উঠে এসেছে। লকডাউন পরবর্তী সময়ে সমগ্র দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৮০ শতাংশের জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই করোনা সংক্রমণের কারণে বিশ্বব্যাপী কর্মসংকোচন শুরু হয়েছে। মানুষের আশঙ্কা করোনা সংক্রমণের ফলে যত না মানুষ মারা যাবে তার বেশি মানুষের অনাহারে, অর্ধাহারে বা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যু ঘটবে বা আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যাবে। এই কঠিন দুঃসময়ের মুখোমুখি আমরা এতাবৎকাল হইনি। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এক অভুতপূর্ব লাংমার্চ করে শুধু জীবনের প্রয়োজনে সব বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে শত শত মাইল পথ হেঁটে নিজেদের ঘরে ফিরেছেন। যে শহরে তারা কাজ করতেন, সেখানে তাদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ছিল না। লকডাউন ঘোষণার পর সেই শহরে তাদের আশ্রয় দেয়নি। বাধ্য হয়েই কাজের শহর ছেড়ে নিজেদের দেশে, বাড়ি ঘরে ফিরেছেন শত শত মাইল পায়ে হেঁটে।

এখনও অবধি দেশের শ্রমজীবী

মানুষের বড় অংশ আধপেটা খেয়ে, কোথাও আবার না খেয়ে সমস্ত অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে গৃহবন্দি করে রেখেছেন শুধু ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচার তাগিদে। এই অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে করোনা যুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ কতটা জয়ী হতে পারবেন তার উত্তর আগামীতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

এই দীর্ঘ লকডাউনের সময়ে সেধের অভ্যন্তর জনজীবনের উত্থান-পতনের যে চিত্র আমাদের সামনে এসেছে তার মধ্যে অনুভূতিশীল সমাজকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করেছে পিরয়ায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা। কিন্তু ভাবার বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ, যুব সমাজ, কৃষি শ্রমিকরা কেন নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দলে দলে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজ পাড়ি দিয়েছেন। শুধু কেরল রাজ্যেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে আরও বহু লক্ষ শ্রমিক কাজ করছেন।

কেন দলে দলে মানুষ এই রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে জীবিকার সন্ধান গেলেন? কেন পশ্চিমবঙ্গে এই মানুষরা বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পেলেন না?

পশ্চিবঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ও কর্মসংকটের একটা বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। গত দু'দশকে রাজ্য প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল, আজ তৃণমূল দলের সরকার ক্ষমতাসীন। সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। বিশ্লেষণ প্রয়োজন যে, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন গত দু'দশকে এই রাজ্যে ঘটেছে কি? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকার সময় থেকেই রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের কাজের সন্ধানে অন্যত্র যাওয়ার শুরু। সেই সংখ্যা বর্থমান রাজ্য সরকারের আমলে বহুগুণ বেড়েছে। কিন্তু দলে দলে শ্রমিকদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার বিষয়ে কোনো সরকারই নজর দেয়নি।

এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে, নাহলে অনুভব করা যাবে না কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্য রাজ্যে জীবিকার জন্য ক্রমাগত চলে গিয়েছেন। আবার লকডাউনের জন্য পুরাতন কাজের জায়গায় ফিরে যেতে চাইছেন। রাজ্যের এই পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রয়োজন যে, কেন নিজেদের ঘর বাড়ি ও বৌ, ছেলেমেয়ে ছেড়ে মাসের পর মাস অন্যত্র পড়ে থাকবে এই শ্রমিকরা। দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে বেশি সুযোগসুবিধা কী কী পেয়ে থাকেন এই শ্রমিকরা। পরিযায়ী শ্রমিকরা মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। এদের অনেক আবার নিজে এলাকায় চাষ-আবাদের মরশুমে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যাদের বলা হয় ক্ষেতমজুর বা দিনমজুর। বছরের বাকি সময়ে এরা কাজের খোঁজে যেভাবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায় তা অনেকটা পরিযায়ী পাখির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তা থেকে সম্ভবত এদের পোশাকি নাম পরিযায়ী শ্রমিক। এদের অনেক আবার প্রতিযোগিতামূলক সমাজজীবনে একটু বেশি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে সুদূর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে।

এই দীর্ঘ লকডাউন না হলে হয়ত সাধারণ মানুষ জানতেই পারতেন না এই রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজের খোঁজে, পেটের তাগিদে পরিযায়ীর মতো বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এরা কী কাজ করে, সংখ্যায় তার কোনো তথ্য কোনো স্তরের প্রশাসনের কাছে নেই। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি কথা, এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগঠকদের বিশেষ কোনো সমীক্ষা এদের নিয়ে ছিল না। এদের সামাজিক সুরক্ষা থেকে কর্মক্ষেত্রে কাজের নিরাপত্তা-এই দাবিগুলিকে সামনে রেখে কোনো আন্দোলন সেভাবে সংগঠিত হয়নি। অথচ আমাদের রাজ্যের কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশে ও বিদেশে কাজ করে যে টাকা নিজেদের বাড়িতে পাঠায়, সেই অর্থেই দুই দশক ধরে বাংলার গ্রামের আর্থ সামাজিক চিত্র বদলে গিয়েছে।

এখন আলোচনার বিষয় হল, এই মানুষগুলি দলে দলে ঘর ছাড়ল কেন? আমাদের বাংলায় বিভিন্ন গ্রামগুলিতে সংখ্যালঘু বা অভাবী পরিবারগুলির একটা অংশ রাজ্যের বাইরে গিয়ে মহারাষ্ট্র বা সুরাটের কাপড়ের কলগুলিতে কাদ করতে যাওয়ার প্রবণতা ছিল, তবে সেটা এখনকার মতো সংখ্যায় ব্যাপক ছিল না। সাধারণত এই কাজগুলি যারা করে তারা তীব্র বেকারত্বের কারণে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়নি, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে আর পারিবারিক অভাব অনটনের ফলে হাইস্কুলের গণ্ডি পেরনোর আগেই একটি নিশ্চিত রোজগারের তাগিদে বাইরে কাজের খোঁজে বেরিয়েছিল। এদের একটা অংশ এখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশে পাড়ি দিয়েছে আর একটু রোজগারের আশায় কারণ ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে দেশের এদের রোজগার সেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না কারণ শ্রমিকের সংখ্যা গত দুই দশকে আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষভাবে যুব সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে। অর্থনীতির সাধারণ নিয়মে প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের জোগান বেড়ে গেলে অনেক কম মজুরিতে মজুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রমের মূল্য কমে যায়।

মূলত দলে দলে গ্রামবাংলার শ্রমিক রাজ্যের বাইরে যেতে শুরু করল ২০০০ সালের বন্যার পর। বিশেষত মূর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, বর্ধমান, নদিয়া জেলার শ্রমিকেরা। এদের বেশিরবাগটা ছিল ক্ষেতমজুর, দিনমজুর বা ভাগচাষি। ভয়াবহ কন্যার আগে ওরা চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত নানা কাজ করে দিনযাপন করত। অনেকে রাজমিস্ত্রীর মতো নানা কাজে পারদর্শী হওয়ায় সেগুলির মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত এবং পরিবার নিয়ে কষ্ট করে হলেও ঘরের বাইরে যাওয়ার ভাবনা তাদের মধ্যে তখনও আসেনি। কিন্তু ভয়াবহ বন্যা যখন মাথার উপর চাল কেড়ে নিল, কম জমির মালিকদেরমধ্যে চাষআবাদের উপর আগ্রহ কমে আসে, স্বাভাবিকভাবে একদিকে পরিবার বাঁচানো অন্যদিকে এলাকায় কাজের সুযোগ কমে আসায় তারা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়। যাদের নিজস্ব জমি ছিল না তারা প্রায় সারা বছর বাড়িণ বাইরে নানারকম কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে শুরু করে। কেউ আপেল তুলতে আপেলের সময় কাশ্মীর যাওয়া, আবার পেঁয়াজের সময় মহারাষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া আবার কেউ কেউ কাঠের কাজ বা রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখে সারাবছর দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন এলাকায় কাজের সঙ্গেু ক্ত থাকতে শুরু করে। যাদের সামান্য জমি ছিল তাদের একটা অংশ চাষাবাসের মরশুমটা ঘরে ফিরে বছরের বাকি সময় এরকম নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে শুরু করে।

রাজ্যের বাইরে পাড়ি দেওয়ার সংখ্যাটা কোনো পরিসংখ্যান প্রশাসনের কাছে নেই, তারা কোনোদিন এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়নি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারা যায় বাংলার গ্রামগুলি প্রায় সব গরিব, নিম্নবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির কমপক্ষে একজন সদস্য পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লেখাতে শুরু করেন, যে প্রবণতা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী।

এ প্রসঙ্গে আমরা যদি একটু লক্ষ করি গত এক দশকের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথ্য বলছে সর্বশেষ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রী সংখ্যা শতাংশে ৫৬.৭ শতাংশ গ্রামের সুকলগুলিতে এই পার্থক্যটা আরো বেশি এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবস্থাটা একইরকম। গ্রাম বা মফস্সলের যেকোনো কলেজের তথ্য যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝতে পারব প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীর অনুপাত যা আছে শেষবর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় এই ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। কারণ তীব্র বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, সরকারি নিয়োগ বন্ধ আর পরিবারের জন্য রোজগার করার প্রয়োজনীয়তা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতার অন্যতম কারণ। একথা অস্বীকার করবারে কোনো উপায় নেই, গত দুই দশকে যারা ঘরে ছেড়েছে, তারা ভিন রাজ্যে কাজ করে তাদের পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়েছে। এদের বেড়ার ঘর থেকে পাকা ছাদের বাড়ি হয়েছে। হয়ত নগদ অর্থ আসায় এদের পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। গ্রাম মফসসলের ব্যবসায়ীদের বিক্রি বেড়েছে এমনকী এদের পরের প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভিড় বাড়ছে স্বাভাবিকিভাবেই। গ্রামে ও মহকুমা শহরে আজ কনভেন্ট স্কুলের নামে শিক্ষা ব্যবসার ভালো বাজার তৈরি হয়েছে। এক কথায় ভালো বাজার তৈরি হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন এদের হাত ধরে হচ্ছে । সরকার কোনোরকম দায়বদ্দতা না দেখিয়েও পরোক্ষবাবে সরকার অর্থনৈতিকভাবে পুষ্টি হয়েছে।

তবুও সরকারের নীতি প্রণয়ন হয় না এদের জন্য। অথচ কত উৎসাহ নিয়ে এরাই দলে দলে ঘরে ফেরে ভোট উৎসবে যোগ দিতে, দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি কথা এদের ভোটে শাসকের রং বদলায় কিন্তু এদের জন্য শাসকের নীতির বদল হয় না।

করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এরা আবার আগের মতো কাজ ফিরে পাবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমনকী এই পরিযায়ী শ্রমিকদের যারা পরিবার নিয়ে থাকতেন, সেই পরিবারের শিক্ষার্থীরা বাবা-মায়ের হাত ধরে ঘরে ফিরেছে। তাদের শিক্ষাজীবন কি থমকে যাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও অজানা।

অনাহারে অর্ধাহারে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরেছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা। এদের অনেকেই ঘরে ফিরতে গিয়ে রাস্তাতে মৃত্যুবরণ করেছে। কাজ হারিয়ে সহায় সম্বলহীন পরিযায়ী শ্রমিকরা ক্ষুধা আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বহু কষ্টে ঘরে ফিরেছে। সমাজের একটা অংশ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এদের দায়ী করছেন, ওরা যদি সত্যি করোনা সক্রমণ নিয়ে ঘরে ফিরে তাহলে ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হোক। ওদের আবার শহর নগর বন্দরে কাজ করে মুষড়ে পড়া অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করানোর সংগ্রাম শুরু করবে। এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশ ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলি কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক জীবনের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে তাদেরজন্য নীতি প্রণয়ন করবে এবং দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলি অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করার বিরাট সংখ্যাক মানুষের জন্য আন্দোলর রূপরেখা বাস্তবায়িত করবেন। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

শিশুদের মৃত্যুর মিছিল রোধে ইউনিসেফের আহ্বান, সতর্কতা জারি

প্রদীপ চক্রবর্তী

ভয়াবহ করোনা ভাইরাস সংক্রমণে গোটা বিশ্ব জুড়ে যে মহামারী অব্যাহত রয়েছে তাতে ভয়ংকর বিপাকে পড়েছে স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা। বিশেষ করে নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণীর কচিকাঁচা।আয় উদ্বেগজনক ভাবে হ্রাস পাওয়ায় অভিভাবকদের পক্ষে পুষ্টিকর খাবার আনা সম্ভব হচ্ছে না।মহাফ্যাসাদে পড়েছে কচিকাঁচা সন্তানরা। পুষ্টির অভাব দেখা দিয়েছে কচিকাঁচাদের।

ইউনিসেফ বলছে স্রেফ পুষ্টিকর খাবারের অভাবে প্রতিমাসে ১০, ০০০ শিশু মারা যেতে পারে।এই উদ্বেগজনক তথ্য জানিয়েছে ইউনিসেফ। এর কারন হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের এই সংসা যারা শিশু, কচিকাঁচাদের সর্বাঙ্গীন কল্যান নিয়ে কাজ করে থাকে , তাঁরা বলছে করোনা মহামারী বিশ্বকে স্তব্দ করে দিয়েছে। আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশুরা যেমন মানসিক দিকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তেমনি তাদের আরো বিপাকে ফেলেছে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।অভিভাবকরা আয় কমে যাওয়ায় পুষ্টিকর খাদ্য আনতেই

পারছেনা। শিশু, কচিকাঁচারা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।এই অবস্থায় তাঁরা সমীক্ষা করে দেখেছে প্রতিমাসে অন্তত দশহাজার শিশু পুষ্টিকর খাবারের অভাবে মারা যাবে। আরো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকলে শিশুরা যেমন হাসিখুশি থাকতে পারে ঠিক তেমনি স্কুলের সরবরাহ করা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে।এতে এদের যেমন মানসিক বিকাশ ঘটে তেমনি শারীরিক উন্নতি ও হয়ে থাকে।স্কুল বন্ধ থাকায় মিড ডে মিল পাচ্ছে না এরা।কবে স্কুল খুলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের সাথে ইউনিসেফ কথা বলছে। অবিলম্বে সতর্কতা মূলক ব্যবসা নিয়ে স্কুল কলেজ খুলে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইউনিসেফ। এঁরা বলেছে কিছু কিছু দেশ স্কুল খুলে দিয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে সংক্রমণ রোধে যথাযথ আগাম ব্যবসা নেয়া হয়েছে।কি সব ব্যবসা তাও ইউনিসেফ বলে দিয়েছে।

ইউনিসেফ আরো বলছে মায়েদের জন্য কল্যানমূলক ব্যবসা জরুরি হয়ে পড়েছে। তাদের ভিটামিন সি জাতীয় ওষুধ সরকারীভাবে সরবরাহ করতে হবে। কেননা মায়েদের স্বাস্যকর খাবার দেয়া না হলে তাদের পক্ষে শিশুদের দেখভাল করা সম্ভব হবে না।

ইউনিসেফর উদ্বেগ নিয়ে বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তবে ইউনিসেফ শিশুদের জন্য মাল্টিভিটামিন যুক্ত খাবার সরবরাহের উপর অতি গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা এদের অকাল মৃত্যু রোধে এটা সবার আগে প্রয়োজন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে পুলিশ কর্তাদের মধ্যে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে : মির্জা ফখরুল

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে পরিবর্তন আসেবেই এবং সে পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে হবে। মঙ্গলবার সদ্য প্রয়াত স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু ও বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আউয়ালের স্মরণে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, অনেকে এখানে বলেছেন যে হতাশার কোনো জায়গা নেই। পরিবর্তন তো হবেই, পরিবর্তন আসতে হবে। সেই পরিবর্তনের জন্যই কাজ করতে হবে। জনগনকে সামনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, সকলের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে আমাদেরই পরিবর্তন আনতে হবে, দেশে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

শফিউল বারী বাবু ও আবদুল আউয়াল খানের যে ত্যাগ সেই ত্যাগের মূল্যায়ন তখনই আমরা করতে পারি যদি সেই সংগ্রামে, সেই লড়াইয়ে আমরা সবাই সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এই ভয়ংকর ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করতে পারি। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, এদেশের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই, এদেশের মানুষের যে মালিকানা, তার রাষ্ট্রের মালিকানা তা ফেরত পাওয়ার লড়াই। এই লড়াইয়ে প্রায় বেশির ভাগ মানুষের সমর্থন রয়েছে। গণতান্ত্রিক অবস্থা তারা ফিরে পেতে চায়, তারা গণতন্ত্রকে ফিরে পেতে চায়, তারা অধিকার ফিরে পেতে চায়, তারা ভোট দিতে চায়। কিন্তু হচ্ছে না, পারা যাচ্ছে না। কেন যে এখানে এমন একটা শক্তি, যে শক্তি পুরোপুরিভাবে সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করে নিয়ে, ক্ষমতা দখল করে বসে সেই স্বপ্নগুলোকে খান খান করে দিচ্ছে। এ জন্য এখন আমাদের ভাবতে হবে।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা কিন্তু গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিএনপি ইতিমধ্যেই আমরা প্রচুর দান দিয়েছি, দিচ্ছি, দিয়ে চলেছি। প্রায় ২০ লাখ আসামি মিথ্যা মামলায়, এক লক্ষ্যের ওপরে মামলা, আমাদের প্রায় হাজারের ওপর মানুষ গুম হয়ে গেছে, হাজারের ওপরে মানুষ খুন হয়ে গেছে এবং কথা বলার কোনো স্বাধীনতা নেই, বিচার পাওয়া যাচ্ছে না এবং অর্থনৈতিক ন্যূনতম যেটুকু স্বাধীনতা ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ জন্য তিনি জনগণকে সংগঠিত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, জনগণকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের জনগণের অধিকারটাকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হব, এ ছাড়া হবে না। শফিউল বারীর বাবুর কথা স্মরণ করে তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নেতাদের আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বিএনপির প্রয়াত নেতা শফিউল বারী বাবু ও আউয়াল খানের কথা স্মরণ করে বলেন, 'নেতা একদিনে তৈরি হয় না।

তাদের জীবনটা যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে নেতা হতে হলে কত পরীক্ষা, কত ত্যাগ, কত জেল, কত জুলুম, কত মামলা খেয়ে একজন নেতা হতে পারে। এই দুই উদীয়মান নেতা আমাদের থেকে চলে গিয়ে বিএনপির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, এই ক্ষতি কীভাবে পূরণ হবে সেটা আমরা এখনো বলতে পারি নাই।'

বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহিদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানির সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন, দলের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, শামসুজ্জামান দুদু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খান খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন প্রমুখ।

বাংলাদেশে একদিনে ১৯১৮ জনের করোনা শনাক্ত, মৃত্যু ৫০

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। বাংলাদেশে একদিনে করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা, শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। এই সময় ১ হাজার ৯১৮ জনের করোনার সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ৫০ জন। এ নিয়ে দেশে ২ লাখ ৪৪ হাজার ২০ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। করোনায় সংক্রমিত হয়ে মোট মারা গেছেন ৩ হাজার ২৩৪ জন।

মঙ্গলবার করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানানো হয়। আজকের ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, মারা যাওয়া ৫০ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৪ জন ও নারী ৬ জন। ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯৫৫ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ৮৬০ জন। গতকাল সোমবার ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৩৫৬ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ার তথ্য জানানো হয়েছিল। একই সময় মারা যান ৩০ জন। ব্রিফিংয়ের তথ্যমতে, দেশে ৮৩টি ল্যাবে (পরীক্ষাগার) করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আগের নমুনাসহ পরীক্ষা করা হয়েছে ৭ হাজার ৭১২টি নমুনা। এর আগের দিন ৪ হাজার ২৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এখন পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১২ লাখ ১ হাজার ২৫৬টি নমুনা।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনায় সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তের ঘোষণা আসে। ১৮ মার্চ প্রথম করোনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। করোনার ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা। অনলাইন ব্রিফিংয়ে নাসিমা সুলতানা বলেন, 'জ্বর-কাশি হলেই নমুনা পরীক্ষা করান। দেশের সব জেলায় করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। সরকারি-বেসরকারি যেকোনো পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করান।'

রামমন্দিরের শিলান্যাস, অসমের প্রতিটি অঞ্চলে আগাম দীপাবলি উৎসবের প্রস্তুতি বিশ্বহিন্দু পরিষদের

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : সুদীর্ঘ ৫০০ বছরের প্রতীক্ষার পর অবশেষে আগামীকাল ৫ আগস্ট অখণ্ড ভারতের গৌরব অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণের শিলান্যাস করবেন দেশের জনগণের প্রধান সেবক তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের পূর্ণ সভ্যতা ও স্বাভিমানের প্রতীক মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যার রামলালা মন্দির ইতিমধ্যে সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের অনুষ্ঠানকে ঘিরে সমগ্র অযোধ্যা সেজে উঠেছে নব কলেবরে। বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে ঢেলে সাজানো হয়েছে অযোধ্যার রামজন্মভূমিকে।

৫ আগস্টের যুগান্তকারী মন্দির শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে উৎসবের রূপ দিয়ে আনন্দ ও উল্লাস উপভোগ করতে মুখিয়ে রয়েছেন সমগ্র অসমের জনগণও। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্তরপূর্ব ক্ষেত্র সংগঠনমন্ত্রী দীনেশ তেওয়ারি ও উত্তর অসম প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক পল্লব পরাশর রামমন্দিরের শিলান্যাস ও ভূমিপুজনের মহৎ উৎসবের স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দ উপভোগ করতে সমগ্র রাজ্যের জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদের অসম প্রান্তের কার্যকর্তাদের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে উৎসবের বার্তা পৌঁছে দিয়ে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার মঠ, মন্দির, সনাতনী আশ্রম, নামঘর, আখড়া প্রভৃতি স্থান এবং সংলগ্ন এলাকায় গৈরিক ধ্বজ উত্তোলন করে এবং ঘরে ঘরে মোমবাতি, প্রদীপ প্রজ্বলন ও রাম-আরতি করার মাধ্যমে আগাম দীপাবলী উৎসবের মতো বিশাল আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি করে হৃদয় ভরে আনন্দে মেতে উঠুন।

তবে, বর্তমান করোনা অতিমারি পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সামূহিক গণ-কার্যক্রমের আয়োজন করা সম্ভব না হলেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কার্যসূচির মাধ্যমে অযোধ্যার রামলালা মন্দিরের ভূমিপুজনের মাধ্যমে দেশের সর্বশ্রেণির মানুষের মঙ্গল, শান্তি তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ কামনার জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে পরিষদের পক্ষ থেকে।

এদিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর দক্ষিণ অসম প্রান্তের প্রাক্তন সংঘচালক তথা বিদ্যার্থী পরিষদের পরামর্শদাতা বিমল নাথ চৌধুরী এই মুহূর্তে দারুণ খুশি অনুভব করছেন। রামমন্দিরের প্রেক্ষাপটে তিনি বলেন, লাগাতার আন্দোলন, জনমত, জনসমর্থন ও দেশের বিশাল সংখ্যক জনগণের আবেগিক দৃঢ় অবস্থান ও শক্তিশালী সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা ভরসা রেখেই সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণের উদ্দ্যেশ্যেই রায় দিয়েছে। এটা ভারতের সুদীর্ঘকালের প্রতীক্ষিত যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা। বিভিন্ন ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের সভ্যতা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির উপর বারংবার আঘাত এসেছিল। সেই লাগাতার আঘাতের পরিবর্তন হিসেবে বর্তমানে রামমন্দির পুনর্নির্মাণের বাস্তবায়ন করছেন দেশের জনগণের প্রধান সেবক তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই রামমন্দির পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বিক বিকাশ সুখ শান্তি সমৃদ্ধির সমন্বয়ে যথার্থ রামরাজ্য গড়ে তোলার জন্য দেশের প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন বিমল নাথ চৌধুরী।

বর্ষীয়ান ব্যক্তিত্ব বিমলবাবু আরও বলেন, রামসংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের জনমনে বিস্তর প্রভাব তৈরি করেছে। ইউরোপীয় দেশেও অসংখ্য রামভক্ত রয়েছেন। রামভক্তের সংখ্যা শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অখণ্ড ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তের ভৌগোলিক ক্ষেত্রের চিত্রপট ব্যাখ্যা করেন তিনি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, দুজনের অস্তিত্ব ভারতীয় পূর্ণ সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অতুলনীয় প্রভাব রয়েছে, বলেন তিনি। বিমল নাথ চৌধুরী বলেন, রামচন্দ্র বিশেষ কোনও ধর্মীয় প্রতীক নয়, রামচন্দ্র হচ্ছেন বিশাল ভারতবর্ষের পূর্ণ সংস্কৃতি ও সুসভ্যতার প্রতিফলন। যার ফলস্বরূপ বিশ্বের বহুদেশের জনগণ রামচন্দ্রকে সুসভ্য মানবজাতির প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

কাছাড় জেলায় নতুন ১২৩ জন কোভিড পজিটিভ

শিলচর (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : প্রতিদিন কাছাড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কাছাড় জেলায় ১২৩ জন কোভিড পজিটিভ মামলা পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে ১০৭ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে ধরা পড়েছেন। কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী এই তথ্য দিয়েছেন। এদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডা. প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে ২৪২ জন কোভিড পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২১ জন রোগীকে ভরতি করা হয়েছে। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০ জনকে

ছয়ের পাতায়

অমিত শাহ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্বেগ, দ্রুত সুস্থতা কামনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

অমিত শাহকে পাঠানো এক বার্তায় আসাদুজ্জামান বলেন 'এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে আপনার জন্য আমাদের প্রার্থনা রয়েছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বার্তায় মহামারি মোকাবিলার প্রচেষ্টায় নয়াদিল্লি থেকে যে সমর্থন পেয়েছেন তার জন্য ঢাকার প্রশংসার কথাও জানান। তিনি বলেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী যে একসাথে আমরা আমাদের জীবনের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য এই বিপদকে পরাজিত করতে সক্ষম হব।'

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন জানায়, ভারতে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অমিত শাহের দক্ষ পরিচালনার প্রশংসা করেন আসাদুজ্জামান খান কামাল। কয়েকদিন আগে টুইটে

ছয়ের পাতায়

খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার অনুমতি চাইবে পরিবার

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৪।। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্বাহী আদেশে পাওয়া মুক্তির মেয়াদ আছে আর দুই মাসেরও কম। করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে তিনি মুক্তি পান এবং নিজ বাসাতেই অবস্থান করছেন। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। তবে পরিবার, তাঁর চিকিৎসক এবং দল বিএনপি মনে করছে, খালেদার বিদেশে চিকিৎসা বেশি প্রয়োজন। তবে সরকারের এখানে শর্ত রয়েছে। কিন্তু সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে সরকার হয়তো কঠোর অবস্থানে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত মানবিক বিবেচনায় মেয়াদ বাড়ানোসহ বিদেশ যাওয়ার অনুমতি মিলতে পারে। সরকারের দুটি শর্ত ছিল খালেদা জিয়ার মুক্তিতে, তিনি নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন এবং দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এই চার মাসে সরকারের দুটি শর্তই খালেদা জিয়া পালন করেছেন। বাসা থেকে বের হননি এবং বিদেশেও যাননি। এ ছাড়া পরিবার, দলের নেতা ও নির্দিষ্ট কয়েকজন বাদে অন্য কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি এমনকি গণমাধ্যমেও কথা বলেননি। মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদনে এবার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ দিতেও সরকারের অনুমতি চাওয়া হবে বলে বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছেন।

সরকারের মনোভাব বিরূপ হোক, এমন কিছু করেননি বলেই সরকার খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোতে এবং বিদেশে যাওয়ার অনুমতিতে 'পজিটিভ' থাকবে বলে মনে করছেন বিএনপি নেতারা। তবে দল থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে ও করতে যাবেন না তাঁরা। দলের স্থায়ী কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, খালেদা জিয়ার মুক্তি যে প্রক্রিয়ায় হয়েছে, সেভাবেই মেয়াদ বাড়ানো ও বিদেশে যাওয়ার বিষয়টিও সম্পন্ন হবে।

বিএনপির এক সূত্র জানায়, দল থেকে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে এমন কোনো পদক্ষেপ বা কথাবার্তা বলবে না, যাতে হিতে বিপরীত হয়। তবে সমর্থন এবং যে দায়িত্ব আছে, তা দল পালন করবে। খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়টি পুরোপুরিই তাঁর পরিবার দেখছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সর্বশেষ চোখের চিকিৎসা করিয়েছেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। এর আগে হাঁটুর চিকিৎসা করিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। বিএনপির একজন চিকিৎসক প্রথম আলোকে বলেন, খালেদা জিয়া হাঁটাচলা করতে পারছেন না। শিগগিরই তাঁর ফলোআপ চিকিৎসা দরকার।

গত ২৫ মার্চ খালেদা জিয়া সরকারের নির্বাহী আদেশে ৬ মাসের জন্য মুক্তি পান। ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি কারাবন্দী ছিলেন। তাঁর মুক্তির জন্য তাঁর আইনজীবীরা যতবারই আবেদন করেছেন, তা খারিজ হয়েছে। আর দল বিএনপি দলীয় চেয়ারপারসনের মুক্তির জন্যও কিছু করতে পারেনি। কারাজীবনের শেষ বছরে দলের নেতারাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। এ সময় পরিবারের সদস্যরাই দেখা করেছেন। ২৪ মার্চ আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছিলেন, খালেদা জিয়ার পরিবার তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে ছয় মাসের জন্য সাজা স্থগিত করে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মন্ত্রী আরও জানান, বেগম খালেদা জিয়ার ভাইবোনসহ পরিবারের সদস্যরা তাঁর মুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও দেখা করেন।

খালেদা জিয়ার মুক্তি হয় সরকারের নির্বাহী আদেশে। দুই বছরেও বেশি সময় কারাগারে থাকলেও বিএনপি খালেদার জামিন বা মুক্তির ব্যাপারে কিছু করতে পারেনি। এ নিয়ে দলের মধ্যেই সমালোচনা আছে। মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো এবং উন্নতি চিকিৎসার বিষয়টি এখন পরিবার এবং খালেদা জিয়ার নিজের ওপর নির্ভর করবে। বিএনপি নেতারা বলছেন, সরকারের দিক থেকে খালেদা জিয়ার বিষয়ে যে 'পজিটিভ' মনোভাব রয়েছে, তা কোনোভাবে নষ্ট হোক, সেটা কেউ চাচ্ছেন না।

বিএনপির এক কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, তাঁকে (খালেদা জিয়া) কোথায় উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হবে, তা নির্ভর করছে তাঁর পরিবারের ওপর এবং তিনি নিজে কী চান। এখন অনেক দেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝেই হয়তো পরিবার পদক্ষেপ নেবে। আর এ ক্ষেত্রে হয়তো সরকারের দিক থেকে সম্মতি পেতে পারে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার কথা বলে আসছেন। গত ১০ জুলাই তিনি বলেছেন, বিদেশে না যাওয়ার জন্য খালেদা জিয়াকে শর্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিদেশে চিকিৎসাই এখন বেশি প্রয়োজন। ঈদের দিন ফখরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, খালেদা জিয়া বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন, সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। ফখরুল বলেন, তাঁরা আশা করছেন সেই সুযোগ এবার পাবেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, অসুস্থতা নিয়ে বাইরে যাবেন, কোন দেশে যাবেন? সব দেশেই তো করোনা। সময় বুঝে এবং যদি করোনার গতি কমে যায়, তখন ইংল্যান্ড বা যুক্তরাষ্ট্রে হয়তো চেষ্টা করা হতে পারে। আর এর আগে তাঁর মুক্তির মেয়াদ বাড়াতে হবে।

২০১৭ সালের ১৫ জুলাই খালেদা জিয়া সর্বশেষ লন্ডনে গিয়ে চোখের ও পায়ের চিকিৎসা নিয়েছিলেন। তিন মাস সেখানে অবস্থান করে ১৮ অক্টোবর দেশে ফেরেন। তাঁর এবারের চিকিৎসার জন্যও লন্ডনের কথাই বেশি উচ্চারিত হচ্ছে।খালেদার মুক্তির মেয়াদ বাড়াতে এখন পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়ার ছয় মাস মুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সপ্তাহ দুয়েক আগে আবার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করা হবে। খালেদা জিয়ার একজন আইনজীবী বলেন, সরকার মুক্তির মেয়াদ বাড়াবে, এ ব্যাপারে তাঁরা অনেকটাই নিশ্চিত। কেননা, এখন করোনা মহামারি চলছে। এটা আরও লম্বা সময় ধরে চলবে। এই সময়ে খালেদা জিয়াকে আবার কারাবন্দী করবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এখন পর্যন্ত খালেদা জিয়া মুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করেননি। ফলে তাঁর ব্যাপারে সরকার কঠোর হবে না বলেই তাঁর পরিবার মনে করছেন।

খালেদা জিয়ার একজন চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। হাত ও পায়ের ব্যথা একই রকম আছে। ডায়াবেটিস খালি পেটে ৯ থেকে ১৩ এবং খাওয়ার পরে ১০ থেকে ১৫ হয়। অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারেন না। শারীরিকভাবে খুব ভালো না থাকলেও মানসিকভাবে উজ্জীবিত আছেন। ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়মিত চর্চা করছেন এবং সংবাদ পড়েন এবং দেখেন। চারদিকে কী হচ্ছে, সেসব বিষয়ে খোঁজ রাখছেন। মুক্তির দিন থেকেই খালেদা জিয়া আইসোলেশনে আছেন বলে জানান এই চিকিৎসক। তিনি বলেন, তাঁর দেখাশোনার জন্য যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও বাসার বাইরে যান না।

তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হয়। চিকিৎসক যাঁরা তাঁকে নিয়মিত দেখতে যান, তাঁরা সুরক্ষা পোশাক পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বিদেশে চিকিৎসা প্রসঙ্গে বলেন, 'তাঁর হাত-পা প্রায় অচল। এগুলো সচল করতে হলে আধুনিক চিকিৎসা লাগবে। আর তার জন্য দরকার তেমন সুযোগ-সুবিধা। আমাদের দেশে সেসবের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শি নিডস মডার্ন ট্রিটমেন্ট ইন মডার্ন সেন্টার। আমাদের দেশে সেই চিকিৎসা সম্ভব হলেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার যে চিকিৎসা দরকার, সেই সুবিধা এ পর্যাপ্ত নয়। এখানে তাঁর অ্যাডভান্স লেভেলে চিকিৎসা দেওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে।'

খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হবে কি না, জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসনের মুক্তি হয়েছে নির্বাহী আদেশে। এটি ছয় মাসের জন্য দেওয়া হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসন যদি আবার আবেদন করেন, তখন সরকার বিষয়টি বিবেচনা করবে। তিনি আরও বলেন, তাঁকে বা তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। সেটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তারপর যাচাই শেষে তা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

কাটিগড়ায় দ্রুত বাড়ছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা, কালাইনে নতুন ২১ জন পজিটিভ, সংখ্যা বেড়ে ১৩৬

কাটিগড়া (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায় দ্রুত গতিতে বাড়ছে অতিমারি কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার নতুন করে কালাইনে ২১ জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল সোমবার ২২ জনের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি পরিবারের ১৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত ট্রাভেল হিস্ট্রি ছাড়া কাটিগড়ায় করোনা পজিটিভের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩৬। কোভিড আক্রান্ত হয়ে কাটিগড়া এলাকায চারজনের মৃত্যু ঘটেছে। গণসংক্রমণের আতঙ্ক তাড়া করছে এলাকাজুড়ে।

এলাকার কালাইন সিএইচসি হাসপাতাল, দিগরখাল এমএইচসিতে রেপিড অ্যান্টিজেন্ট টেস্টের (আরএটি) কাজ চলছে জোরকদমে। মঙ্গলবার কালাইন সিএইচসি হাসপাতালে তাৎক্ষণিকভাবে মোট ৭৪ জনের করোনা টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ২১ জনের রিপোর্টে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে। এতে রয়েছেন কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান নুরুল হুসেনও। আক্রান্তরা হলেন উমাতারা দাস (৩৩), দিবাকর মণ্ডল (২২), রতনদীপ সেন (১১), পম্পি সেন (৩৯), সুমিত দাস (২৭), শ্রবণ দে (৩৯), দীপক (৫২), রুপক সেন (৪৬), শাহিদ আহমদ খান (২৪), রক্ষিত দাস (৫ মাস), রাজেশ দাস (৪৩), স্বপন রায় (৪৩), বিশ্বজিৎ দে (১০), দেবজ্যোতি পাল (২৭), নিত্যগোপাল দাস (৪৫), জমিল আহমদ (২২), সুব্রত দত্ত (৩৯), দীপশিখা দত্ত (২৮), শঙ্করী দাস (২৬) এবং নিখিল পাল (৫৪)। এই তালিকায় পাঁচ মাসের রক্ষিত দাস নামের এক ছোট্ট শিশুও রয়েছে। ফলে গোটা এলাকায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।

এছাড়া স্থানীয় বিজেপির ব্লক মণ্ডল সভাপতি নিত্যগোপাল দাস, মণ্ডল সম্পাদক তথা ওষুধ ব্যবসায়ী সুদীপ দাস, জিপি অফিসের কর্মী প্রজ্জবল দাস, কালাইন বিদ্যুৎ পর্ষদের সাব ডিভিশন কার্যালয়ের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার দিপু কুমার কছারির করোনা পজিটিভ আক্রান্তের খবরে সমগ্র কালাইন এলাকার জনমনে করোনা ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এসেছেন। এছাড়া এমনিতেই প্রান্তিক এলাকা কালাইনের প্রায় ঘরে ঘরে করোনা পজিটিভের লক্ষণসংবলিত রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। অতিমারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ সংবলিত বিষয়গুলোকে অধিকাংশ মানুষ সামাজিক স্টিগমার মতো লুকিয়ে রাখার প্রবণতাও রয়েছে। ফলে গণসংক্রমণের আতঙ্ক তাড়া করছে এলাকার প্রত্যেক শ্রেণির জনগণকে।

উল্লেখ্য, একশ্রেণির বেপরোয়া উপনেতাদের লাগামহীন চলাফেরার দরুণ কালাইন এলাকায় ব্যাপকহারে বাড়ছে করোনা পজিটিভের সংখ্যা। ফলে সচেতন মহলে তথাকথিত নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটছে। কিছুসংখ্যক ফাস্ট ফুডের দোকানদার, চা স্টল, মিস্টির দোকানের মালিক কর্মচারীদের আগে করোনা পজিটিভ হওয়ার পরও কোভিড-১৯-এর নিয়মনীতি উপেক্ষা করে চলাফেরা করার দরুণ বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে এলাকার সচেতন মহলে।

অযোধ্যায় ভূমিপূজনে অংশ নেবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি, রাজ্যজুড়ে চলছে আনন্দোল্লাস

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : অযোধ্যার রামমন্দির পুনর্নির্মাণের শিলান্যাস উপলক্ষে আগামীকাল ৫ আগস্ট ভূমিপূজনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে অসমে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। দেশের জনগণের কাছে রামমন্দিরে ভূমিপূজনের ৫ আগস্ট এক ঐতিহাসিক দিন। ভারতের জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও পূর্ণ সভ্যতার প্রতীক রামমন্দিরের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে অযোধ্যায় উপস্থিত হবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত, প্রবীণ নেতা তথা বিজেপির লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আদবানি, বরিষ্ঠ নেতা মুরলীমনোহর জোশি, উমা ভারতী, কল্যাণ সিং, ইকবাল আনসারি, রাজেন্দ্র দেবাচার্য প্রমুখ বহুজন। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ দেশের প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে রামমন্দির নির্মাণ কমিটির তরফ থেকে।

অবশ্য বর্তমান করোনা অতিমারি পরিস্থিতির কথা বিবেচনাক্রমে শুধুমাত্র ২০০ জনের উপস্থিতিতে ভূমিপূজনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০ জন থাকবেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। এবার রাজ্যের জনগণের মনে আগ্রহ দেখা দিয়েছে বেজায়। অসম থেকে কারা কারা উপস্থিত হচ্ছেন অযোধ্যার ঐতিহাসিক রামমন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে। এ ব্যাপারে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিষয় প্রায় পাকাপোক্ত। মঙ্গলবার রাতেই তাদের অযোধ্যায় পৌঁছে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে এই ঐতিহাসিক দিনে সমগ্র দেশজুড়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ থেকে শুরু করে বিজেপি কার্যকর্তারা আনন্দোল্লাস উপভোগ করতে জোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। অসমে প্রায় ৪২ লক্ষ বিজেপি কার্যকর্তারা ঘরে ঘরে প্রদীপ মোমবাতি জ্বালিয়ে এই ঐতিহাসিক দিনটি উদযাপন করবেন বলে দলীয়ে সূত্র জানিয়েছে। এছাড়া, বিজেপির ভ্রাতৃ-ভগ্নী শাখা সংগঠনগুলোও একইভাবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যসূচির আয়োজন করবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, রামমন্দির পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও রামভক্ত হনুমানের পূজা করবেন। ভগবান গণেশের বিশেষ পূজার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সময়ও তিথি হিন্দু বিধি ৫ আগস্টের পবিত্র শুভক্ষণ দুপুর ১২.১৫ টায় এই পুণ্য অনুষ্ঠানের জন্য ধার্য করা হয়েছে।

অযোধ্যায় ভূমিপূজন, ডিমা হাসাও জেলায় শান্তি বজায় রাখতে নাগরিক সভা প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : অযোধ্যায় ভূমিপূজনকে কেন্দ্র করে যাতে ডিমা হাসাও জেলায় কোনও ধরনের অশান্তির সৃষ্টি না হয় সে সম্পর্কে সতর্ক জেলা প্রশাসন। বুধবার অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিপূজন অনুষ্ঠিত হবে। এই অবস্থায় মঙ্গলবার বিকেলে হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে জেলাশাসক পল বরুয়ার পৌরোহিত্যে শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং, অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপক জিডুং প্রমুখ প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

গুগলে ‘যন্ত্রণাহীন মৃত্যু’ খুঁজছিলেন সুশান্ত

একবুক জ্বালা নিয়ে চলে গেছেন সুশান্ত। অনেক অভিমান ছিল হয়তো। কতটা অভিমান ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হয়তো কেউ দিতে পারবে না। তবে এটা বললে বাড়াবাড়ি হবে না, কত পরিমাণ অভিমান বুকে লুকিয়ে থাকলে কেউ একজন গুগলে গিয়ে ‘যন্ত্রণাহীন মৃত্যু’ লিখে সার্চ করে। যদিও নিজেকে শেষ করে দেওয়া মোটেও সমাধান না, বরং অপরাধ। এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে, সুশান্ত নিজেকে নিজেই হত্যা করেছেন। এর পক্ষে মুম্বাই পুলিশ নানা যুক্তি দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য দিচ্ছে।

‘যন্ত্রণাহীন মৃত্যু’, ‘সিজোফ্রেনিয়া’, ‘বাইপোলার ডিসঅর্ডার’ শব্দগুলো মৃত্যুর কিছুদিন আগে গুগলে খুঁজেছেন সুশান্ত। প্রয়াত বলিউড তারকা সুশান্ত সিং রাজপুতের কম্পিউটার ও ফোনের ‘সার্চ হিস্ট্রি’ ঘেঁটে এসব শব্দ মিলেছে বলে দাবি করেছে মুম্বাই পুলিশ। গতকাল সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং। তাঁর দাবি, মৃত্যুর আগে বারবার নিজের নাম গুগল করেন সুশান্ত সিং রাজপুত। যন্ত্রণা ছাড়া কীভাবে নিজেকে শেষ করে দেওয়া যায়, ইন্টারনেটে সেই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজেছিলেন সুশান্ত। সুশান্ত বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন বলেও দাবি করেছে মুম্বাই পুলিশ। সেই সঙ্গে এ কথাও জানিয়েছে, চিকিৎসা চলছিল তাঁর। তিনি ওষুধও খাচ্ছিলেন। এরই সঙ্গে ‘সিজোফ্রেনিয়া’ আর ‘বাইপোলার ডিসঅর্ডার’-এর মতো শব্দও গুগল করেছিলেন সুশান্ত।

পরমবীর সিং আরও জানান, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত সুশান্তের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। তিনি আরও বলেছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে এই সময়ে ১৫ কোটির বেশি টাকা জমা পড়েছিল সুশান্তের অ্যাকাউন্টে। তা ছাড়া একটি সাড়ে চার কোটি টাকার স্থায়ী আমানত ছিল এ তরুণের।

সুশান্তের বাবা কে কে সিংহের অবশ্য দাবি, তাঁর ছেলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী। মুম্বাই পুলিশের দাবি, তাদের তদন্তে এই

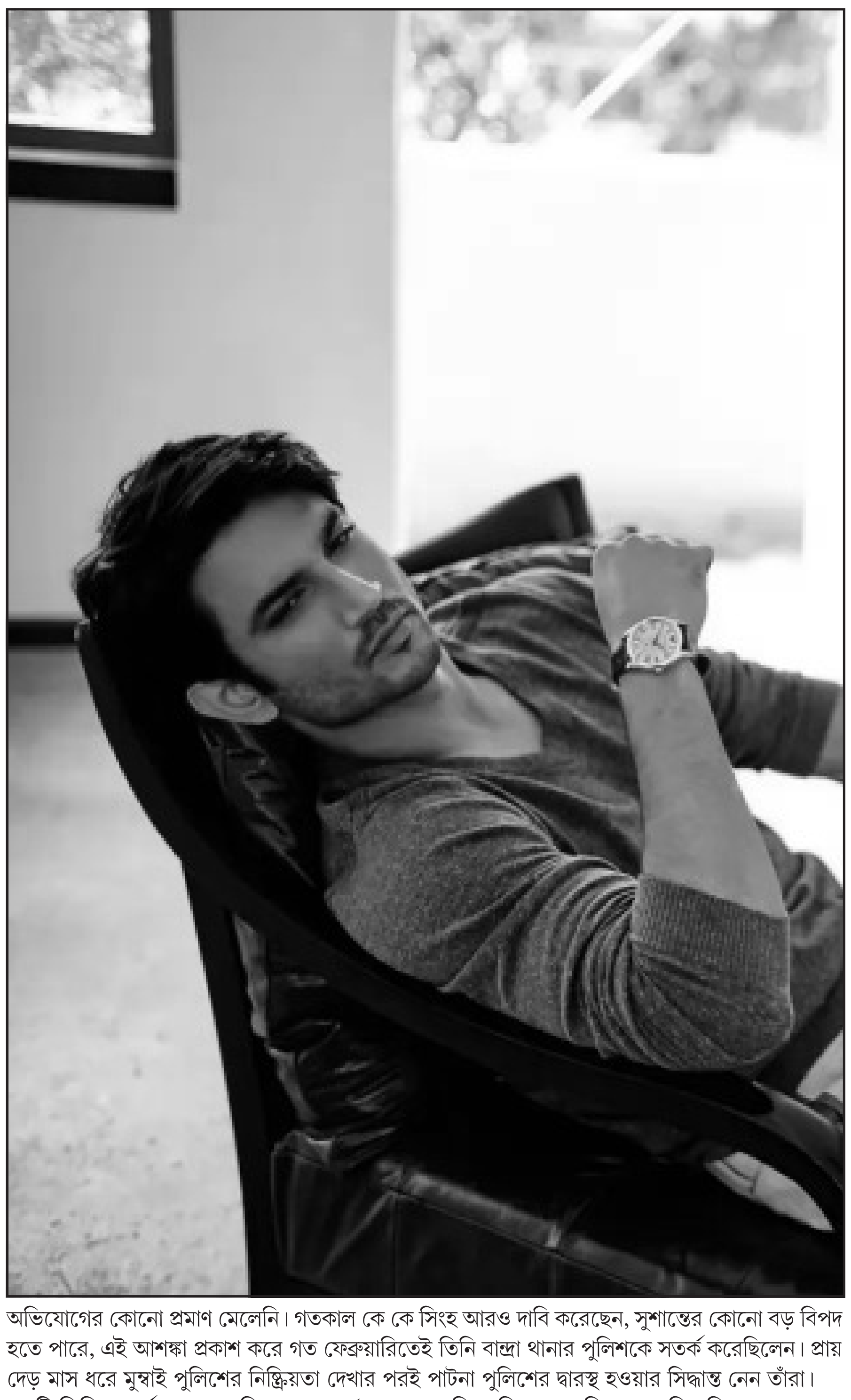

অভিযোগের কোনো প্রমাণ মেলেনি। গতকাল কে কে সিংহ আরও দাবি করেছেন, সুশান্তের কোনো বড় বিপদ হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে গত ফেব্রুয়ারিতেই তিনি বান্দ্রা থানার পুলিশকে সতর্ক করেছিলেন। প্রায় দেড় মাস ধরে মুম্বাই পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখার পরই পাটনা পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

একটি ভিডিও বার্তায় কে কে সিং বলেছেন, ‘২৫ ফেব্রুয়ারি আমি বান্দ্রা পুলিশকে জানিয়েছিলাম যে আমার ছেলেকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি। ওর কোনো বড় বিপদ হতে পারে। ১৪ জুন সুশান্তের মৃত্যুর পরে মুম্বাই পুলিশকে দেওয়া বয়ানে আমি কয়েকজনের নামে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম ৪০ দিন ধরে কিছুই হলো না। বাধ্য হয়ে পাটনা পুলিশের কাছে নতুন করে এফআইআর দায়ের করি। দেখলাম, তারা খুবই তৎপরভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। তবে অভিযুক্ত এখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পাটনা পুলিশকে (মুম্বাই পুলিশের) সাহায্য করা উচিত।’

সুশান্তের বাবার আইনজীবী বিকাশ সিং একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বান্দ্রা পুলিশকে জানানো হয়েছিল অভিনেতার চারপাশে বিশ্বাসঘাতক মানুষ ভরে গেছে। তিনি বলেছিলেন, ‘পরিবারের কাছে এটা খুবই অস্বস্তির যে পুলিশ এত দিন ধরে কী করছে। এ বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশকে জানানো হয়েছিল যে সুশান্তের পাশে বহু বিশ্বাসঘাতক মানুষ ভিড় করেছেন এবং তাঁরা যেকোনো সময় তাঁকে আঘাত করতে পারেন। সুশান্তের মৃত্যুর পরও যাঁরা সুশান্তকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি রিয়ার বিরুদ্ধেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।’

কিশোরের আজ ৯২তম জন্মদিন

খোলা মঞ্চে হাজার হাজার দর্শকের দিকে চেয়ে গেয়ে উঠলেন এক কিশোরকণ্ঠী শিল্পী। করতালিতে ফেটে পড়লেন দর্শক। টালিগঞ্জের কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ‘কিশোর কুমার জুনিয়র’ ছবিটায় কিশোরকে যেমনটি দেখানো হয়েছে, কিশোর কুমার কিছুটা সে রকম। তবে ছবিটায় প্রসেনজিতের অভিনয় দেখে কিংবদন্তিতুল্য গায়ক কিশোর কুমারের ব্যাপারে ধারণা তৈরি করা যাবে না। কিশোরের আজ ৯২তম জন্মদিন।১৯২৯ সালের ৪ আগস্ট কিশোর কুমার জন্ম নেন ভারতের মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ার এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে। বাবা কুঞ্জলাল গাঙ্গুলি আইনজীবী, মা গৌরী দেবী গৃহিণী। চার ভাইবোনের মধ্যে কিশোর ছিলেন সবার ছোট। কিশোরের জীবন শুরু হয়েছিল কাভার সিঙ্গার হিসেবে, ‘কিশোর কুমার জুনিয়র’ ছবিটার মতো। যে কারও গান শুনে সেটা কপি করে গাওয়া তাঁর জন্য ছিল ডাল-ভাত। বিশেষ করে সায়গলের গান তাঁর নিজেরও পছন্দের ছিল। ঘটনা ঘটাল সেই কপি করার ক্ষমতা।বয়স যখন ৯, ছুটি কাটাতে বোম্বে গিয়েছিলেন কিশোর কুমার। বড় ভাই অশোক কুমার তখন বোম্বে টকিজের অন্যতম কর্ণধার, খ্যাতিমান অভিনেতা। একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ এল কিশোরের। ‘অচ্ছুতকন্যা’ ছবির সাফল্যে পার্টি দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর চুনিলাল। সেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা তৎকালীন রাজ্যপালের। তাঁর দেরি হচ্ছিল বলে অশোক ছোট ভাই কিশোরকে বললেন গান ধরতে। কিশোর গান ধরলেন। ছোট্ট এক বালকের কণ্ঠে কে এল সাইগলের গান শুনে হতবাক হয়ে গেলেন হিমাংশু দত্ত, দেবিকা রানী, শশধর মুখার্জির মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা। এমনকি ‘অচ্ছুতকন্যা’ ছবির সংগীত পরিচালক সরস্বতী দেবীও। বোম্বের সিনেমার প্রথম নারী সংগীত পরিচালক তিনি।

বোম্বে টকিজের পরের ছবি ‘জন্মভূমি’র গান রেকর্ডিংয়ের সময় সরস্বতী দেবী অশোক কুমারকে বলেছিলেন, ছেলেটিকে একটু রেকর্ডিং রুমে পাঠিয়ো। অশোক রাজি হলেন না। ছোট ভাই সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে যাক, অশোক চাননি সেটা। কিন্তু সরস্বতীর তো তাঁর কণ্ঠ ভালো লেগে গিয়েছিল। ‘জন্মভূমি’ ছবির একটি দলীয় গানে কিশোরকে নিয়েছিলেন তিনি। ব্যস, শুরু হলো কিশোরের সংগীতজীবন, প্লেব্যাক জীবন।

কিশোর কুমারের প্রথম প্লেব্যাক বোম্বে টকিজের ‘জিদ্দি’ ছবিতে। ওই ছবিতে অভিনেতা দেবানন্দ এবং গায়ক কিশোর কুমার দুজনকেই সুযোগ দিয়েছিলেন অশোক কুমার। ‘জিদ্দি’ ছবিতে কিশোর কুমার কণ্ঠ দেন যে গানে, তাতে ঠোঁট মিলিয়েছিলেন দেবানন্দ। ছবির সুরকার ছিলেন খেমচন্দ প্রকাশ। ১৯৪৮ সালের সেই ছবিতে কিশোর গেয়েছিলেন ‘মরণ কি দুয়ায়ে কিউ মাঙ্গু’ গানটি। ছবিটা তেমন চলেনি বটে, কিন্তু গায়ক হিসেবে কিশোর ডাক পেতেন নিয়মিত।

তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবচেয়ে সফল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে পরিচিতি পান কিশোর। গেয়েছেন বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, অসমীয়া, গুজরাটি, কন্নড়, ভোজপুরি, মালায়ালম, ওড়িয়া এবং উর্দু ভাষায়। বাংলা বহু গান গেয়েছেন তিনি। সেগুলোর মধ্যে ‘আমার মনের এই ময়ূর মহলে’, ‘আমার পূজার ফুল’, ‘এক পলকের একটু দেখা’, ‘এ আমার গুরুদক্ষিণা’, ‘একদিন পাখি উড়ে যাবে যে আকাশে’, ‘এই যে নদী এই তো জীবন হিংসা’, ‘বিবাদ’, ‘লোভ হোক বিদ্বেষ’, ‘হাওয়া মেঘ সরায়ে’, ‘কি আশায় বাঁধি খেলাঘর’, ‘কি উপহার সাজিয়ে দেব’, ‘তোমায় পড়েছে মনে’, ‘নীল নীল আকাশে’, ‘প্রেমের খেলা কে বুঝিতে পারে’, ‘শুনো শুনো গো সবে’ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ‘নয়ন সরসী কেন, ভরেছে জলে’ গানটি সুর করেছিলেন তিনি নিজেই। গানেই শেষ নয়।

কিশোর একাধারে ছিলেন গায়ক, গীতিকার, সুরকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং রেকর্ড প্রযোজক। তাঁর অভিনীত কমেডি ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘বাপ রে বাপ’ (১৯৫৫), ‘চলতি কা নাম গাড়ি’ (১৯৫৮), ‘হাফ টিকিট’ (১৯৬২), ‘পারোসান’ (১৯৬৮), ‘হাঙ্গামা’ (১৯৭১), ‘পেয়ার দিবানা’ (১৯৭৩), ‘বাড়তি কা নাম দাড়ি’ (১৯৭৪)। এ ছাড়া তিনি অভিনয় করেছেন ‘নোকরি’, ‘বন্দি’, ‘দূর গগণ কি ছাঁও মে’, ‘দূর কা রাহি’ ছবিতে।

কিশোর কুমার অভিনয় করেছিলেন চারটি বাংলা সিনেমায়। তাঁর জীবনে চার নিয়ে একটি মজার মেলবন্ধন রচিত হয়েছে।

সেটা কতটা সত্য তা অবশ্য জানা যায়নি। কিশোর কুমার ৪ আগস্ট ৪টায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মা—বাবার চতুর্থ সন্তান। বিয়ে করেছেন ৪টি এবং মোট ৪টি বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। কিশোর কুমারের প্রথম স্ত্রীর নাম রুমা গুহঠাকুরতা, দ্বিতীয় স্ত্রী মধুবালা, তৃতীয় জন যোগিতা বালি এবং চতুর্থ স্ত্রী লীনা চন্দ্র ভরকার।

রুমা ছিলেন গায়িকা আর পরের স্ত্রীরা সবাই ছিলেন নায়িকা। ১৯৮৭ সালের ১৩ অক্টোবর প্রয়াত হন কিশোর কুমার।

‘বিদ্যা তো পুরোপুরি বাঙালি’

বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ছবি ‘মনের মাঝে তুমি’-তে অভিনয় করেছিলেন যীশু সেনগুপ্ত। সেই ছবির শুটিংয়ের সময়কার স্মৃতি প্রথম আলোকে শোনালেন ভারতের বাঙালি এই অভিনেতা। তাঁর অভিনীত বলিউডের ছবি ‘শকুন্তলা দেবী’ মুক্তি পেয়েছে ৩১ জুলাই আমাজন প্রাইম ভিডিওতে। ছবিতে বিদ্যা বালানের স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন যীশু। এই ছবির সূত্র ধরেই আলাপ হলো যীশুর সঙ্গে। সাক্ষাৎকারের কিছু নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো

-অদ্ভুত লাগছে। ভালো না খারাপ, আমি জানি না। কারণ এর আগে তো এমন হয়নি। আমার সিরিজ মুক্তি পেয়েছে ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আমার ফিল্ম ওটিটিতেই প্রথম মুক্তি পেয়েছে, এমনটা আগে হয়নি। এটা প্রথমবার হচ্ছে আমার সঙ্গে। তবে আমরা অভিনেতারা সব সময় চাই, নিজের ছবিটা বড় পর্দায় মুক্তি পাক, একসঙ্গে অনেক মানুষ সিনেমা হলে আসুক, দেখুক। তারা হাসুক, তারা কাঁদুক। এবার সেটা হবে না। কিন্তু যেটা হবে, সেটা হচ্ছে, ২০০টা দেশে আমার ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাবে। যখন ইচ্ছা মানুষ দেখতে পাবে। সেটা আবার থিয়েটারে ছবি মুক্তি পেলে হতো না।‘শকুন্তলা’ ছবিতে বলিউডের বিদ্যা বালানের সঙ্গে অভিনয় করলেন। এর আগে একটা সাক্ষাৎকারে জেনেছিলাম, বিদ্যা নাকি মন থেকে পুরোপুরি বাঙালি। আপনি কেমন দেখলেন? বিদ্যা কতটা বাঙালি?- শুধু মন থেকে না, বিদ্যা তো পুরোপুরি বাঙালি। ও মূলত সাউথ ইন্ডিয়ান। কিন্তু বাঙালি দেখলে বিদ্যা পুরোপুরি বাঙালি হয়ে যায়। বাংলায় কথা বলতে শুরু করে। খুবই ভালো বাংলা বলে, বাঙালি শাড়িগুলো পরতে ভালোবাসে।

বাংলা-বাঙালি এসব নিয়ে আপনাদের মধ্যে আলাপ হতো?

- আমাদের পুরো সেটটাতে ১০০ জনের মধ্যে শুধু আমি, বিদ্যা আর আমাদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শিলাদিত্য বাংলায় কথা বলতাম। বিদ্যা মজা করতে খুব ভালোবাসে। এমন বেশ কয়েকবার হয়েছে, শুটিংয়ের ফাঁকে বিদ্যা আমাকে বলত, ‘চলো আমরা অনুর (পরিচালক অনু মেনন) দিকে তাকিয়ে বাংলায় কথা বলি।’ আমরা খুব সিরিয়াসলি ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছি বাংলায়। অনু কিছুক্ষণ পর এসে আমাদের জিজ্ঞেস করত, ‘তোমরা আমাকে নিয়ে কী কথা বলছো?’ আমরা তখনো খুব সিরিয়াসলি বাংলাতেই বলতাম, ‘তোমাকে কিছু বলছি না মা!’ আমাদের সেটে এমন প্রচুর মজা হয়েছে।

‘শকুন্তলা’ ছবিটি একজন অনুপ্রেরণাদায়ক নারীর জীবনের গল্প। জানতে চাই আপনার জীবনে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক নারী কে?

- আমার মা। আমার মা ২০০৮ সালে চলে গেছেন। কিন্তু আমি এখনো বিশ্বাস করি, মা এখনো আমার সঙ্গে আছেন। আজকে আমি যা কিছুই অর্জন করেছি, পুরোটাই মায়ের আশীর্বাদে। আমি অনেক আবেগপ্রবণ। আর এটা অনেকেই জানে, আমার অনেকগুলো আবেগি জায়গার মধ্যে মায়েরটা হচ্ছে সবচেয়ে ইমোশনাল জায়গা।

২০০৩ সালে ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় ‘মনের মাঝে তুমি’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। সেই সময়ের কথা মনে আছে?- হ্যাঁ। সে তো কোটি কোটি বছর আগের কথা! মনে আছে। আমার সঙ্গে রিয়াজ ছিল, আর পূর্ণিমা। আমাদের হায়দরাবাদ আর বেঙ্গালুরুতে শুটিং হয়েছিল। বহু বছর আগের কথা। হঠাৎ করে পুরোনো অনেক স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিলেন।

কিছু স্মৃতি কি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করা যায়?

আমাদের গানের একটা শুটিং হয়েছিল, যেটায় আমাকে বাইক চালাতে হবে। কিন্তু আমি বাইক অত ভালো চালাতে জানতাম না। তখন ওই গানটা করতে গিয়ে খুব ভালো বাইক চালানো শিখে ফেললাম। এরপর আপনাকে বাংলাদেশের আর কোনো ছবিতে দেখা যায়নি। এর পেছনে কোনো কারণ আছে?- এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। এরপর কোনো বাংলাদেশের ডিরেক্টর আমাকে আর নিলই না।

২২ বছর হয়ে গেল আপনার অভিনয়জীবনের। সবার ক্যারিয়ারেই ওঠানামা থাকে। জানতে চাই, আপনার জীবনের কঠিন সময় কোনটা ছিল? সেই সময় নিজেকে কীভাবে সামলে রাখতেন?-আমি লোকের মুখেই শুনেছি যে আমি নাকি ভীষণ স্ট্রাগল করেছি। কিন্তু আমি কখনো সেভাবে ভাবিনি। আমার কাজ করে যাওয়ার, আমি করে গেছি। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে আমাকে আনলাকি অ্যাক্টর বলা হতো। বড় বড় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কাজ আমি পেতাম না। আমাকে নিত না, পাছে ছবি না ফ্লপ করে যায়। খারাপ লেগেছে, বাড়িতে এসে বাথরুমে ঢুকে কেঁদেছি। সেই সময়ও গেছে, কিন্তু অত ভাবিনি। মনে হয়েছে, আমি যদি অভিনয়টা পারি, ঠিকমতো মন দিয়ে কাজটা করতে পারি, আর অন্য কারও ক্ষতি না করি, তাহলেই তো হলো। এই তিনটা জিনিস মাথায় রেখে চলেছি। আজ ২২ বছর কেটে গেল, সেই সময়ও পেরিয়ে গেল। জীবনটা তো খারাপ না।

মঙ্গলবার আনলকের প্রথম দিনেই শহরতলীতে উপচে পড়া ভিড়। ছবি- নিজস্ব।

অসম প্রদেশ বিজেপির নয়া কমিটি রঞ্জিত দাসের দলে কে কোন পদে

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : মহিলাদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর ২০২০-২৩ বর্ষের নয়া কমিটি গঠন করেছেন অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অবশ্য পুরনো কমিটির কয়েকজনকে রেখেছেন প্রদেশ সভাপতি।

মঙ্গলবার দিশপুরে লাস্টেগেটে অবস্থিত পূর্ত বিভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বিজেপি বার্তা' শীর্ষক সাময়িকীর উন্মোচনী অনুষ্ঠানে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস ঘোষণা করেছেন নয়া কমিটি। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত নামের তালিকা ঘোষণা করার আগে প্রদত্ত বক্তব্যে নতুন কমিটিতে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে রঞ্জিত দাস জানান। ২০ জনের কমিটিতে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলাদের স্থান দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

রঞ্জিত দাস জানান, কমিটিতে পুরষ শাখায় উপসভাপতি পদে প্রাক্তন কমিশনার তথা প্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন মুখপাত্র স্বপ্ননীল বরুয়া, ১৯৯৪ সাল থেকে বিজেপির সঙ্গে জড়িত কারবি আংলঙের রতন তেরন, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পুলক গোহাঁই, প্রাক্তন প্রদেশ মুখপাত্র জয়ন্ত দাস এবং জয়ন্ত মল্ল বরুয়াকে নিয়েছে তিনি। এছাড়া মহিলা উপসভানেত্রী পদে ডিব্রুগড়ের ড় হেমপ্রভা বরঠাকুর, মহিলা মোর্টার প্রাক্তন সভানেত্রী বিজুলী কলিতা মেধি, প্রাক্তন অগপ নেত্রী রেখারানি দাস বড়োকে নিয়োগ করা হয়েছে।অন্যদিকে, সাধারণ সম্পাদক পদে তিনজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, যোরহাটে সাংসদ তপন কুমার গগৈ, তেজপুরের সাংসদ পল্লবলোচন দাস। সাধারণ সম্পাদকরা বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন রঞ্জিতকুমার দাস।

এছাড়া সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পূর্ববর্তী ফণীন্দ্রনাথ শর্মা বহাল রয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে পুরনো কমিটির রাজকুমারকে শর্মাকে ফের দায়িত্ব দিয়ে সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদে মনোজ সারাদকে নিয়োগ করা হয়েছে।

সম্পাদক হিসেবে এবারও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দীপলু রঞ্জন শর্মা এবং কিশোর উপাধ্যায়কে। তাঁদের সঙ্গে নতুন নিয়োগ করা হয়েছে কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতিয়া, সুকুমার বিশ্বাস, বেণুধর নাথ, তরঙ্গ গগৈ, রোজি রায়, অকণি গগৈ এবং রূপামণি দাসকে। অন্যদিকে যুবমোর্চার সভাপতি হিসেবে অনুপ বর্মণের ওপর আস্থা রেখে তাঁকে পুনর্বহাল রেখেছেন প্রদেশ সভাপতি। মহিলা মোর্চার সভানেত্রী করা হয়েছে আইনজীবী অপরাজিতা ভুইয়াঁকে। তফশিলি জনজাতির সভাপতি হয়েছেন হরেন দেউরি। এভাবে তফশিলি জাতির সভাপতি নবারণ মেধি, অবিসি মোর্চার সভাপতি বিতোপন রায় দিহিঙ্গীয়া, কিষাণ মোর্চার সভাপতি প্রফুল্ল বরা, চা মোর্চার সভাপতি প্রহ্লাদ গোয়ালা এবং সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি হিসেবে মোক্তাব হুসেন খানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতে চাইছে মুম্বই পুলিশ, বিস্ফোরক দাবি বিজেপি নেতার

মুম্বই, ৪ আগস্ট (হি. স.): জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক দাবি বিজেপি নেতার।মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা নারায়ণ রানে জানিয়েছেন, প্রকৃত দোষীকে আড়াল করতে উঠে পড়ে লেগেছে মুম্বই পুলিশ। এই মামলার গভীরে গিয়ে তদন্ত করে মূল দোষীকে চিহ্নিত করতে হবে।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারায়ণ রানে জানিয়েছেন, সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যা করেননি।

জনপ্রিয় এই বলিউড অভিনেতাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।মূল দোষীকে আড়াল করার জন্যই তদন্ত প্রক্রিয়া দিশা নির্ধারণ করে ফেলেছে মুম্বই পুলিশ।সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে তারা।১৪ জুন সুশান্ত সিং রাজপুত এর মৃত্যু হয়।

৮ থেকে ১৩ জুনের মধ্যে তার বাড়ির আশেপাশে হওয়া বলিউডি সেলিব্রিটি পার্টি যেগুলো হয়েছিল তা তদন্ত করেনি মুম্বই পুলিশ।বিষয়টিকে তারা তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে এড়িয়ে গিয়েছে। সুশান্ত সিং রাজপুত যেখানে থাকতেন তা ঠিক পাশের বাংলাতেই ওই সময়ের মধ্যে একাধিক নৈশ পার্টি হয়। সেই সকল পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন বলিউডের একাধিক সেলিব্রেটি। ওই পার্টিতে রাজ্য সরকারের একাধিক নেতাকেও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টির দিকে নজর দিতে চাইছে না পুলিশ।

সুশান্ত সিং রাজপুত এর পরিবারবর্গকে ন্যায় দেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বিজেপি।

জনপ্রিয় এই বলিউড অভিনেতার ম্যানেজার কেন আত্মঘাতী হয়েছিলেন তার তদন্ত করা উচিত।৮ জুন আত্মঘাতী হয়েছিল সুশান্তের ম্যানেজার দিশা সালিয়ন। ১৩ জুন তার ময়নাতদন্ত হয়।

তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল।

অযোধ্যায় প্রস্তাবিত রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বরিষ্ঠ নাগরিকসভা করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : অযোধ্যায় প্রস্তাবিত রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জ জেলা শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণকে স্থিতিশীল রাখতে মঙ্গলবার করিমগঞ্জে বরিষ্ঠ নাগরিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। বুধবার জেলায় কোথাও কোনও ধরনের সভা, বিজয়মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদিতে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে বলে জানিয়ে এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন জেলাশাসক।

জেলাশাসক জানান, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে জেলা জুড়ে ম্যাজিস্ট্রেট স্তরে নজরদারি চলবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকতেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে সীমান্ত সুরক্ষা রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদেরও কাজে লাগানো হবে বলে জেলাশাসক জানান।

বৈঠকে অংশগ্রহণ করে পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জিত কৃষ্ণ জানান, কোভিড-১৯ প্রটোকল অনুযায়ী কোনও স্থানে ছোটখাটো অনুষ্ঠান করলেও সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করাতে হবে। সোশাল মিডিয়ায়ও কেউ যাতে কোনও অবাঞ্ছিত পোস্ট না করেন সে বিষয়েও পুলিশ সুপার সতর্ক করে দিয়েছেন। জেলার সোশাল মিডিয়ার ওপর নিরন্তর নজরদারি রয়েছে বলে সভাকে অবগত করেন পুলিশ সুপার সঞ্জিত কৃষ্ণ।

এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রত্যেকেই তাঁদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে জেলা প্রশাসনকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান, নববার্তা প্রসঙ্গ-এর সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরী অযোধ্যা ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বুধবার প্রস্তাবিত ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত না লাগে সেদিকেও সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত।

মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিপুল পরিমাণের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার

মানকাচর (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : নিম্ন অসমে মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিপুল পরিমাণের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা।

সোমবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মানকাচর থানার অধীনস্থ দিয়ারা বিএসএফ ক্যাম্প এলাকায় কালাবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের ওপারে দুর্বত্তরা নেশা জাতীয় সামগ্রীগুলো ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে সময় ঘটনাটি ৬ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে জওয়ানরা তাদের ধরতে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। কিন্তু পাচারকারীদের ধরতে পারেননি তাঁরা। ততক্ষণে দুর্বৃত্তরা সেখান থেকে চম্পট দেয়। তবে নেশা জাতীয় সামগ্রীগুলোর প্যাকেট ফেলে যাওয়ায় বিএসএফ জওয়ানরা সেগুলো বাজেয়াপ্ত করেন। পরে সেগুলো মানকাচর পুলিশের কাছে সমঝে দিয়েছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে নেশা জাতীয় সামগ্রী পাচার করে আসছে একটি দুষ্ট চক্র। জানা গেছে, বাংলাদেশের ওই চক্রটি ভারতের অবৈধ কারবারিদের সঙ্গে মিলে নেশা জাতীয় সামগ্রী, ড্রাগস, জাল টাকা ছুঁড়ে পাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিএসএফ জওয়ান এবং পুলিশ মিলে বেশ কয়েকটি মামলা ধরলেও নেশা জাতীয় ট্যাবলেটের রমরমা ব্যবসা এখনও চলছে।

চিরাং জেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু

চিরাং (অসম), ৪ আগস্ট, (হি.স.) : অসমের চিরাং জেলায় অতিমারি কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে এই প্রথম এক রোগীর মৃত্যু হল। মৃতের নাম প্রমোদ নার্জারি (৫১) বলে জানা গেছে। বরপেটার ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র জানিয়েছে, রুনিখাতা পুলিশ থানার অধীনস্থ ১ নম্বর তুক্রাঝাড় নিবাসী প্রমোদ নার্জারিকে প্রথমে কলাইগাঁওয়ের সিভিল হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে গত সোমবার তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরপেটায় ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। সেদিনই সন্ধে সাড়ে ৫ টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কো-মর্বিডিটি ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ছাড়াও ডায়বেটিসের সমস্যাও ছিল।

উল্লেখ্য সোমবার সন্ধে পর্যন্ত চিরাঙে কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৮০ জন ছিল। এর মধ্যে ১৯১ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। ৮৯ জনের এখনও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

রামমন্দিরের শিলান্যাস, দারুণ খুশি শিলচরের শিক্ষাবিদ সচ্চিদানন্দ নাথ সরস্বতী, তুলে ধরলেন করসেবকের অভিজ্ঞতা

শিলচর (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামজন্মভূমির পুনর্নির্মাণের সুখবরে সমগ্র দেশে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে। ১৯৯০ সালের ৩০ অক্টোবর অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে করসেবা কর্মসূচিতে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলা থেকে ৫২ জন করসেবক যোগদান করেছিলেন। এই দলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা স্বনামধন্য জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ সচ্চিদানন্দ নাথ সরস্বতী। তিনি রামমন্দির পুনর্নির্মানের জন্য মনের আনন্দ ও অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, শ্রীরাম সূর্যবংশীয় চরিত্রের এক মূল্যবান নাম। মানবজীবনে এসে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে বিরল আন্তরিকতা, ভাইকে রাজত্ব দান, পিতৃ আদেশ পালনে বনবাস গমন, কোনও রাজার দ্বারস্ত না হয়ে আদিবাসী বানর সেনার সাহায্যে রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনাবলিতে কিন্তু মুহূর্তের জন্যও রামচন্দ্রের মধ্যে বিষণ্ণতা আসেনি। ফলে "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতা রাম" সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত আনন্দ উপলব্ধি করে রাম নামের প্রতি আসক্তি হলে যথার্থ চরিত্র গঠন সম্ভবপর, মন্তব্য করেন তিনি।

দীর্ঘকাল পরে ইতিহাসের সত্য ঘটনার নিরিখে রামমন্দিরের পুনর্নির্মাণ উৎসবের আনন্দে পরিধি বর্ণনাতীত বলে উল্লেখ করেণ শিক্ষাবিদ সচ্চিদানন্দ নাথ সরস্বতী।

তিনি এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে জানান, তখন ১৯৮৩ সাল। অনেকটা সম্রাটের মতো ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে অনেকদিন অযোধ্যাবাসী ছিলেন। অযোধ্যার নাগেশ্বর মন্দিরের ঠিক পেছনে স্বর্গদুয়ারে ছিলেন। সেখানে হনুমানগড়ি, রামচবুতারা, কৈকেয়ীকোপ ভবন ঘুরে ঘুরে স্থানীয় এক পাণ্ডার সহযোগে রামজন্মভূমির সামনে গিয়েছিলেন। রামজন্মভূমির দরজা বন্ধ ছিল। কাঁটাতারের বেষ্টনীর ভেতরে বাবড়ি মসজিদের বাইরে পুলিশি কড়া প্রহরা। অথচ রামমন্দিরের দরজা খোলার দাবিতে সেখানে অহর্নিশি চলছে রামনাম কীর্তন যজ্ঞ। এমন কৌতূহলী দৃশ্য দেখে এবং রামমন্দিরের ভেতরে ঢুকতে না পেরে বছর পঁচিশের যুবক হিসেবে মনের মধ্যে দারুণভাবে ধাক্কা লেগেছিল। মনে মনে ঠিক করেছেন মন্দিরের ভেতরে যে কোনও প্রকারে প্রবেশ করতেই হবে। সেখানকার বিদগ্ধ পণ্ডিত (সন্ত) বাসুদেব দাস ব্রহ্মচারীর ঘরে থাকার সুবাদে আমাকে দীক্ষা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এই সুযোগে রাম জন্মভূমির ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার শর্তে দীক্ষা গ্রহণে রাজি হলাম।

বাসুদেব দাস ব্রহ্মচারীজির স্থানীয় ফয়জাবাদের পুলিশ সুপারের সঙ্গে ছিল সুসম্পর্ক। এর জন্য তিনি আমাকে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী বুঝতে পেরে রামমন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে রামলালার দর্শনের জন্য ভেতরে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভেতরে গিয়ে রামজন্মভূমির অপূর্ব দৃশ্য দেখে চোখের জল আটকে রাখতে পারেননি। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে স্থানীয় একাধিক পাণ্ডার সাথে আলাপচারিতায় ভেসে উঠে বাবরের দ্বারা ত্রেতাযুগের হিন্দুদের প্রাণকেন্দ্র আক্রমণ করে মন্দির জবরদখলের অপপ্রয়াসের ঘটনাবলী সম্পর্কে জেনে নিয়েছেন। এভাবেই নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন শিলচরের সচ্চিদানন্দ নাথ সরস্বতী।

সচ্চিদানন্দ সরস্বতী বলেন, তখন কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। আর অযোধ্যায় অনেকদিন থাকার জন্য পাণ্ডাদের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই মনের প্রবল উদ্যমতার সঙ্গে তাঁদের সবাইকে বলেছিলাম চলো, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজির কাছে গিয়ে রামমন্দির খোলার দাবি জানাই। এই প্রস্তাব শোনে পাণ্ডারা অনেকটা বিদ্রূপের সুরে হাসাহাসি শুরু করেন। নাগেশ্বরনাথের সামনে একটি লাইব্রেরি আছে। সেখান থেকে তাঁরা "রাম জন্মভূমি কা রক্ত রঞ্জিত ইতিহাস" শীর্ষক বই ক্রয় করে পড়ার পরামর্শ দিলেন পাণ্ডারা। সাড়ে ছয় টাকা মূল্যের বইটি পড়ে রামমন্দিরের প্রেক্ষাপট তথা মন্দির খোলার দীর্ঘকালের ধারাবাহিক রক্তঝরা আন্দোলনের বিষয়বস্তু জানার পর ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করার মানসিকতা কিছুটা দমন হয়। মনে মনে চাপা দুঃখ হয়েছিল।

তিন বছরের ভারত ভ্রমণ কর্মসূচি শেষে ফিরে আসার পর খবর পেলেন, ১৯৮৬ সালে অযোধ্যার ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে রামমন্দিরের দরজা খোলা হল। তখন খুব আনন্দ অনুভব হয়েছে তাঁর। জন্মাষ্টমীর দিন শর্তানুযায়ী বাসুদেব দাস ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিলেন। প্রায় তিন মাস শুধু অযোধ্যায় ছিলেন তিনি।

রামজন্মভূমির উন্মুক্তের জন্য আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন তিনি। রাম শব্দের অর্থই হচ্ছে অমৃত।

রাম শব্দকে উল্টো করে দেখলে মরা শব্দ আসে। ফলে ভালোভাবে রাম শব্দের উপলব্ধি করলে সঠিক অর্থ দাঁড়ায় অমৃতসমান। সাধনভজনের মাধ্যমে এই বিষয়বস্তু উপলব্ধ করতে হয়। অযোধ্যায় রাম নামে অসংখ্য ব্যাঙ্ক রয়েছে। এছাড়া অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ মন্দির হমুমান গড়ি। বহুসংখ্যক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় সেখানে। ৬,৬৯৭টি মন্দির আছে সেখানে। এছাড়া সরযু নদীর তটে লক্ষণটিলা, রামটিলা, কৈকেয়ী ভবন, তুলসি দাস ভবন, বিশালাকার বাল্মীকি ভবন, রাজভবন প্রভৃতির মধ্যে অযোধ্যার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে রামজন্মভূমি।

মী বিবেকানন্দের আদর্শ ও দর্শনে বিশ্বাসী সচ্চিদানন্দবাবু জানান রামমন্দির আন্দোলনের কিছু প্রেক্ষাপট। বিশ্বহিন্দু পরিষদের তত্ত্বাবধানে রামমন্দির আন্দোলন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন তিনি। শিলচরের গোবিন্দবাড়িতে মাঝে-মধ্যে মিলিত হয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মসূচি রূপায়ণ সংক্রান্ত আলোচনা হতো। ডলু এইচএস স্কুলের শিক্ষক সজল ভট্টাচার্য করসেবা জেলা সমিতির সম্পাদক এবং সচ্চিদানন্দ নাথ সরস্বতী যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। দুজনে আন্তরিকতার সঙ্গে জেলাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে করসেবা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করেছিলেন।

কাছাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে ৫২ জনের করসেবকের তালিকা তৈরি করেছিলেন তাঁরা। সোনাই এলাকার রঞ্জিত নাথ বড়ভুইয়াও, বিজন নাথদের রাজি করিয়েছেন করসেবা কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে।

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে ৫২ জনের টিম রওয়ানা করে গুয়াহাটির মহাবীর ভবনে গিয়ে ওঠেন। সেখানে আরএসএস-এর প্রচারক ভাস্করজি কুলকর্নি সবাইকে ওই যাত্রায় সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন। যেহেতু সরকারের পরিপন্থী অবস্থান অবলম্বনে এই যাত্রা, তাই বহু ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হতে পারে। ভাস্করজির বক্ত্যব্যে ভেসে উঠেছিল রাস্তায় অনেকদিন না খেয়ে, দীর্ঘ রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে হতে পারে। এমন-কি পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার আশঙ্কাও শুনিয়ে রেখেছিলেন ভাস্করজি। ভাস্করজির এ সব কথা শোনার পর অনেকের মনে ভীতির সঞ্চার হলেও দেশের জন্য সংকল্পসিদ্ধ মানুষরা পিছু হটতে পারে না। তাই আনন্দের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন সবাই।

পানিভরার শিক্ষক তথা বয়স্ক ব্যক্তি রঙ্গলাল চক্রবর্তীর সৎসাহস ও উৎসাহ সবাইকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছিল। ট্রেনে সরকারি ইন্টেলিজেন্স কর্মীদের কোপদৃষ্টি এড়াতে অনেকেই ছদ্মবেশে গলার মালা, লগুণ প্রভৃতি খুলে লুকিয়ে রেখেছেন ট্রেনের গুপ্তস্থানে। কিছুক্ষণ পর পর ট্রেনের গতি রোধ বন্ধ করে দিতেন চালক। করসেবক হিসেবে পুলিশের কাছে ধরা পড়লে একসাথে ৪/৫ জন স্বেচ্ছায় ধরা দেবেন বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। ভিএইচপির আরোপিত শর্তের অর্থ ছিল গোট (৪/৬ জনের দল) না ভাঙা।

করোনায় বেশি ঝুঁকি প্রবীণ নাগরিকদের, জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি. স.): দেশজুড়ে করোনায় মৃত্যু হওয়া ৫০ শতাংশই হচ্ছে প্রবীণ নাগরিক বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে কিডনি, মধুমেয় এবং হৃদযন্ত্রের রোগে ভোগা প্রবীণ নাগরিকরা।

নতুন পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে ৫০ শতাংশই হচ্ছে ষাটোর্ধ। ৪৫ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুর হার ৩৭ শতাংশ। ২৬ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুর হার ১১ শতাংশ। ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুর হার এক শতাংশ। ১৭ বছরের নিচে এই হার এক শতাংশ। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিরিখে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের হার অনেক বেশি। ৬৮ শতাংশ পুরুষের মৃত্যু হয়েছে করোনায়।মহিলাদের ৩৮ শতাংশ।

মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ।সেখানে তিনি জানিয়েছেন, লকডাউন জারি করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর হার নিম্নমুখী। আগে যেখানে ছিল ৩. ৩৬ শতাংশ। সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ২.১০ শতাংশে। দেশে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেশি। দেশজুড়ে সক্রিয় আক্রান্তের তুলনায় সুস্থ হয়ে ওঠার হার দ্বিগুণ।দেশজুড়ে যতজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে তারমধ্যে ৮২ শতাংশ হচ্ছে ১০ রাজ্যের বাসিন্দা।

এছাড়াও দেশের ৫০ জেলায় আক্রান্তের হার ৬৬ শতাংশ। নতুন করে দেশের একাধিক জায়গায় করোনা ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু এই প্রক্রিয়া দেশের কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। গোটা ভারত জুড়ে করোনার পরীক্ষা দ্রুততার সাথে চালানো হচ্ছে। প্রতি দশ লাখে পরীক্ষা করা হয়েছে ১৫১১৯।সব মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে দুই কোটির বেশি।

রামলালা দরবারে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি. স.): স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বহু প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা এসেছেন। কিন্তু কেউই রামলালা দরবারে যাননি। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী থেকে অটল বিহারি বাজপেয়ি প্রত্যেকেই রামলালা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নির্বাচনী সভা করতে একাধিকবার অযোধ্যায় এলেও রামলালা কখনও যাননি নরেন্দ্র মোদী।

৫ আগস্ট বুধবার স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী রামলালা দরবারে গিয়ে তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করবেন। এই অনন্য নজির গড়তে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে অযোধ্যার সন্ত সমিতির সভাপতি কানহাইয়া ইয়াদাভ রামায়ণী জানিয়েছেন, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু থেকে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, অটল বিহারী বাজপেয়ির মতন প্রধানমন্ত্রীরা অযোধ্যা-ফৈজাবাদ এসেছে কিন্তু কেউই রামলালাকে দর্শন করেননি।

এক নির্বাচনী জনসভা করতে এসে হনুমানগড়িতে পুজো দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।কিন্তু তার পাশেই থাকা রামলালার মন্দিরে যাননি তিনি।

প্রিয়া প্রীতম কেলি কুঞ্জ বাসুদেব ঘাট মোহন্ত রাম গোবিন্দ শরণ জানিয়েছেন, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়েই রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে।এই মুহূর্ত ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯১ সালে রাম ভক্ত হিসেবে অযোধ্যায় এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। গুরুদ্বার নজরবাগের সেবায়েত নবনিত সিং জানিয়েছেন, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার রাম জন্মভূমিতে আসতে চলেছেন ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী। এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়েই অযোধ্যার রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে।

ইউপিএসসি-তে কৃতিত্ব উত্তরপূর্বীয় সাত সন্তানের, ৫৯ তম স্থানে অসমের আরণ্যক

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার ঘোষিত ইউপিএসসি অসামরিক সেবা-র ২০১৯ বর্ষে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে অসমের চার কৃতী সন্তান সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁরা আরণ্যক শইকিয়া নিবেদিতা দত্ত, কিশোর সূত্রধর এবং তপন ডেকা।

ওই পরীক্ষায় দেশের মোট ৮২৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে অসমের এই চারজন ছাড়াও সিকিমের ইয়াংচেং ডোমা ভুটিয়া ও জিগদেন লিনদেরপা এবং নাগাল্যান্ডের রিচার্ড ইয়ানথান সাফল্য লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত আজ ঘোষিত তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে প্রদীপ সিং, যতীন কিশোর এবং প্রতিভা বার্মা।

অসমের আরণ্যক শইকিয়া ৫৯ তম স্থান লাভ করার পাশাপাশি তপন ডেকা ৭৬৬ তম স্থান দখল করেছেন। এছাড়া নাগাল্যান্ডের রিচার্ড ইয়ানথান ১৩৩ তম, সিকিমের ইয়াংচেং ডোমা ভুটিয়া ৬৭৭, জিগদেন লিনদেরপা ৭৯৪ রেংক পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আরণ্যক শইকিয়া অসম পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি তথা বর্তমান অসম সাহিত্য সভার সভাপতি কুলধর শইকিয়ার পুত্র। এর আগেও তিনি সিভিল সর্ভিস পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ২০১৭ সালে প্রথমবার তিনি ইউপিএসসি পরীক্ষাত ১৪৮ তম স্থান দখল করেছিলেন। আরণ্যক বর্তমানে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের কর্ণাটক ক্যাডারের আধিকারিক হিসেবে প্রশিক্ষণে রয়েছেন।

একা থাকা প্রবীণ নাগরিকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক সরকার, জানাল আদালত

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি. স.): বাড়িতে একা থাকা প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি করোনা কালে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে বলল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। প্রবীণ নাগরিক নাগরিকরা পেনশনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সঠিক করে পাচ্ছে কিনা তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন বিচারপতি অশোক ভূষণের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ।

করোনা কালে প্রবীণ নাগরিকদের দেখভালের জন্য দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন দায়ের করেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ এবং আইনজীবী অশ্বিনী কুমার। বৃদ্ধাশ্রমে থাকা প্রবীণ নাগরিকদের দেখভালের দায়িত্ব সেবকদের।প্রয়োজন মাফিক সরকারের উচিত প্রবীণ নাগরিকদের খাবার, স্যানিটাইজার সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সরবরাহ করা। একা থাকা প্রবীণ নাগরিকদের কোন প্রয়োজন পড়লে তা দ্রুত সরবরাহ করা উচিত প্রশাসনের। প্রবীণ নাগরিকদের দেখভাল করাটা সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

করোনা-জয় বরাকের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. পিসি শর্মা এবং তাঁর পরিবারের

শিলচর (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. পিসি শর্মা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা করোনাকে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। ডা. শর্মা ছিলেন কাছাড়ের প্রথম যিনি বাড়িতে করানোর চিকিৎসা করানোর অনুমতি পেয়েছিলেন। বাড়িতে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে ওঠার তালিকায়ও তিনি প্রথম।

প্রথমে যখন ডা. পিসি শর্মা স্বতোঃপ্রণিদত হয়ে সোয়াব পরীক্ষা করে পজিটিভ হয়েছিলেন তখন নতুন কোভিড নিয়ম এবং শর্তসাপেক্ষে বাড়িতেই করোনা চিকিৎসা করানোর আবেদন জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে। পেয়েছিলেন অনুমতি। এর মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর দেহে করোনার সংক্রমণ হয় এবং পরে তিন ছেলেও সংক্রমিত হয়ে পড়েন করোনায়। প্রত্যেকেই বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করান। শেষ পর্যন্ত সেরেও ওঠেন সকলে। তাঁদের রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে।

উপসর্গ হীনরাই চিন্তা বাড়াচ্ছে কলকাতায়

কলকাতা, ৪ আগস্ট(হি. স.): কলকাতায় ক্রমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে উপসর্গহীনরা। তবে এই উপসর্গহীনরাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলবে বলেই দাবি করেছেন কলকাতা পুরসভার করোনা উপদেষ্টা শান্তনু সেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। আক্রান্তের উর্ধসীমার নিরিখে দেশ তথা রাজ্যের চিত্রটা প্রথম থেকেই সর্বাধিক। এই অবস্থায় কলকাতায় করোনা পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলে দাবি করলো কলকাতা পুরসভা। শুধুমাত্র তাই নয়, ১৫ আগস্টের পর থেকে কলকাতায় করোনা সংক্রমনের হার ধীরে ধীরে কমে যাবে বলেও এদিন দাবি করেন কলকাতা পুরসভার করোনা উপদেষ্টা শান্তনু সেন।

তবে পুরসভার আশঙ্কা বাড়িয়েছে অন্য প্রবণতা। পুরসভার আধিকারিকদের দাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামান্য উপসর্গ থাকলে মানুষ করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন না। নিজেরাই ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু কারও পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে সামাল দেওয়া মুশকিল হচ্ছে। এদিকে গত সপ্তাহে ফিরহাদ হাকিমের ওয়ার্ডে যে অ্যান্টিজেন পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে ১০০ জনের মধ্যে ১৯ জনের দেহে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ১৬ জনই উপসর্গহীন।

কলকাতায় করোনা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে, কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতীন ঘোষের দাবি, কলকাতায় অন্তত ৭০ শতাংশ করোনা আক্রান্ত উপসর্গহীন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কলকাতা পুরসভার করোনা উপদেষ্টা শান্তনু সেনের দাবি, ”উপসর্গহীনরাই শরীরে করোনার প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তুলবে। যার ফলে ১৫ অগাস্টের পর থেকে ধীরে ধীরে কমবে সংক্রণের হার।” যদিও সংক্রমনের হার কমার জন্য ১৫ আগস্ট এর পরের সময়কেই কেন বেছে নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি তাঁর কাছে।

অন্যদিকে দুদিন আগেই ”দুর্গাপূজার আনন্দই ইমিউনিটি বুষ্টিং করবে” বলে দাবি করেছিলেন অতীন ঘোষ। এমনকি ”মায়ের আশীর্বাদেই” করোনা প্রতিরোধ করা যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। যদিও পরবর্তীকালে নিজের বক্তব্য শুধরে নেন অতীনবাবু। শুধুমাত্র মজার ছলেই একথা বলেছিলেন বলে জানান তিনি।

ইউপিএসসি-তে কৃতিত্ব অর্জন চার অসম সন্তানের, ৫৯ তম স্থানে আরণ্যক

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : মঙ্গলবার ঘোষিত ইউপিএসসি অসামরিক সেবা-র ২০১৯ বর্ষে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে অসমের চার কৃতী সন্তান সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁরা আরণ্যক শইকিয়া নিবেদিতা দত্ত, কিশোর সূত্রধর এবং তপন ডেকা।

ওই পরীক্ষায় দেশের মোট ৮২৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে অসমের এই চারজন ছাড়াও সিকিমের ইয়াংচেং ডোমা ভুটিয়া ও জিগদেন লিনদেরপা এবং নাগাল্যান্ডের রিচার্ড ইয়ানথান সাফল্য লাভ করেছেন। প্রসঙ্গত আজ ঘোষিত তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে প্রদীপ সিং, যতীন কিশোর এবং প্রতিভা বার্মা।

অসমের আরণ্যক শইকিয়া ৫৯ তম স্থান লাভ করার পাশাপাশি তপন ডেকা ৭৬৬ তম স্থান দখল করেছেন। এছাড়া নাগাল্যান্ডের রিচার্ড ইয়ানথান ১৩৩ তম, সিকিমের ইয়াংচেং ডোমা ভুটিয়া ৬৭৭, জিগদেন লিনদেরপা ৭৯৪ রেংক পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আরণ্যক শইকিয়া অসম পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি তথা বর্তমান অসম সাহিত্য সভার সভাপতি কুলধর শইকিয়ার পুত্র। এর আগেও তিনি সিভিল সর্ভিস পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ২০১৭ সালে প্রথমবার তিনি ইউপিএসসি পরীক্ষাত ১৪৮ তম স্থান দখল করেছিলেন। আরণ্যক বর্তমানে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের কর্ণাটক ক্যাডারের আধিকারিক হিসেবে প্রশিক্ষণে রয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

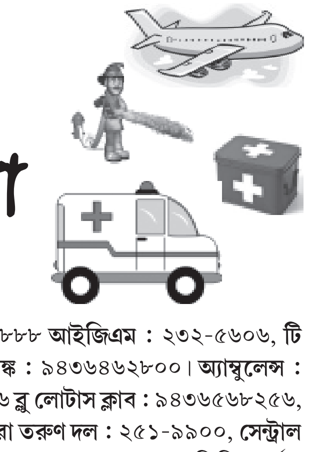

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সংখ্যালঘুদের জন্য নতুন বৃত্তি চালু করল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ৪ আগস্ট(হি. স.): পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগে চালু হয়েছে নতুন তিনটি বৃত্তি। এবার থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রথম থেকে দশম শ্রেণি, একাদশ থেকে পিএইচডি কোর্স এবং পেশাদারি ও কারিগরি কোর্সের পড়ুয়ারা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। রাজ্যে ১ আগস্ট থেকে, এই নতুন বৃত্তি ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই তিন বৃত্তি আগামী দিনে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, মুসলিম, পার্সি এবং শিখ সম্প্রদায়ের মেধাবী পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের আশার আলো দেখবে মনে করছে শিক্ষামহল।

প্রথম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ‘প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ’। এই বৃত্তিতে বার্ষিক ১১০০ টাকা থেকে ১১০০০ টাকা প্রদান করা হবে পড়ুয়ার খরচ সাপেক্ষে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পড়ার পাশাপাশি পড়ুয়ার বাড়ির বার্ষিক আয় দু’ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলেই এই বৃত্তি পাওয়া যাবে। এরপর, একাদশ থেকে পিএইচডি কোর্সের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ”পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ” প্রদান করা হবে। যে সমস্ত পড়ুয়ারা রাজ্যের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল, বিএড ইত্যাদি কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করছে তাদের জন্য এই বৃত্তি। এক্ষেত্রে বার্ষিক সর্বাধিক ১৬,৫০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে।

যারা পেশাদারি ও কারিগরি কোনও কোর্সে পড়াশোনা করবে তাদের জন্য ”মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ”। এক্ষেত্রে পড়ুয়াকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পাশাপাশি রাজ্য সরকার স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কিংবা অন্য কোনও কারিগরি বা পেশাদারি কোর্স করা হতে হবে। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আইআইটি, আইআইএম, এনআইটি, এনআইএফটি, আইআইএফটি ইত্যাদির মতো কোর্স করেছেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাদের পরিবারের বার্ষিক আয়ের ঊর্ধসীমা হতে হবে ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এতে বার্ষিক সর্বাধিক ৩৩,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হবে। এছাড়াও ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ন্দ্রত্নদ্বস্ত্বত্ব.দ্রন্ত্বএই ওয়েবসাইটে যে প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ঘোষণা করা থাকবে সেখান থেকে পাশ করা পড়ুয়াদের টিউশন ফি ও মেটাবে রাজ্য।

তবে স্কলারশিপে আবেদনকারীদের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনকারীকে শেষ পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে, তবেই সে আবেদন করতে পারবে বৃত্তির জন্য। একজন পড়ুয়া একটি প্রতিষ্ঠান থেকেই বৃত্তি পাবে। আবেদন রেজিস্ট্রেশনের সময় আবেদনকারীকে একটি মাত্র মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে। তবে প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপের ক্ষেত্রে একটি মোবাইল নম্বর থেকে সর্বোচ্চ দুটি আবেদন করা যাবে। আবেদন করার পর আবেদনকারীকে আবেদন পত্রের প্রিন্ট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে জমা করতে হবে। ব্যাঙ্ক পাসবইয়ের ফটোকপি সমেত অ্যাকাউন্ট নম্বর ও আইএফএসসি কোড আবেদন পত্রে উল্লেখ করতে হবে। এই আবেদন পত্র ১ আগস্ট থেকে জমা করা যাবে এবং জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, ২০২০। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ২০১৯-২০ সালে ইতিমধ্যেই স্কলারশিপ পেয়েছেন তারা শুধুমাত্র রিন্যুয়াল বিভাগেই আবেদন করতে পারবেন।

অ্যাম্বুলেন্স দুর্নীতি ঠেকাতে একযোগে তৎপর কলকাতা পুরসভা এবং স্বাস্থ্য ভবন

কলকাতা, ৪ আগস্ট(হি. স.): অ্যাম্বুলেন্স দুর্নীতি ঠেকাতে এবার একযোগে তৎপর হল কলকাতা পুরসভা এবং স্বাস্থ্য ভবন। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর স্বাস্থ্য ভবন এবং কলকাতা পুরসভার নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স-এর সংখ্যা বাড়ানোর কথা জানালেন কলকাতার নোডাল অফিসার তথা স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপান বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এখন থেকে অ্যাম্বুলেন্স এর প্রয়োজন হলে পুরসভা নয়তো স্বাস্থ্য ভবনেই ফোন করার পরামর্শ দেন আলাপনবাবু।

সম্প্রতি শহরজুড়ে অ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ উঠছে। রোগীর পরিজনদের একটা বড় অংশই অভিযোগ করছে মুমূর্ষু রোগী ছাড়াও যেকোনও ক্ষেত্রেই এখন অ্যাম্বুলেন্স মিলছে না সহজে। করোনা সংক্রমণের ভয়ে কোন অ্যাম্বুলেন্স রোগীকে গাড়িতে তুলতে রাজি হচ্ছে না। যদিও বা কোন অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছে তারা সামান্য দূরত্ব যেতেই ভাড়া হাঁকাচ্ছেন কয়েক হাজার টাকা। যার জেরে নাজেহাল হতে হচ্ছে রোগীর পরিজনদের। এই ধরনের একাধিক অভিযোগ স্বাস্থ্য ভবন তথা রাজ্য সরকারের কাছে আসতেই এবার নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।

এই জটিল পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে দুর্নীতি ঠেকাতে এদিন জরুরি বৈঠকের ডাক দেন আলাপান বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুরসভায় এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ, গ্লোবাল অ্যাডভাইজারি বোর্ডের সদস্য চিকিৎসক চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী, কলকাতা পুরসভার কমিশনার বিনোদ কুমার, আইএমএ- র রাজ্য সম্পাদক শান্তনু সেন এবং কলকাতা পুলিশের স্পেশাল কমিশনার জাভেদ শামীম।

চালক

● প্রথম পাতার পর

অ্যাম্বুলেন্স টি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

তবুও তিনি সাতদিন গৃহে একান্তবাসে কাটাবেন এবং সমস্ত নির্দেশিকা পালন করবেন বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর প্রার্থনা এবং শুভ কামনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে এবং আমরা বিজয়ী হবই। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫৫২০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সুস্থ হয়েছেন ৩৬৭৫ জন। গতকাল নতুন করে ১৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া, আরও দুই জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত মোট ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দ্রুত সুস্থতা কামনা

তিনের পাতার পর

অমিত শাহ বলেন, করোনার প্রাথমিক কিছু উপসর্গ থাকায় আমি পরীক্ষা করাই। তাতে করোনা পজিটিভ এসেছে। আমি সুস্থ আছি। চিকিৎসকদের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। বিগত কয়েকদিন যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের আইসোলেশনে থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এর আগে, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে দেশটির উত্তর প্রদেশ রাজ্যের এক নারী মন্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

কোভিড পজিটিভ

তিনের পাতার পর

সুস্থ বলে ছুটি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ১৪৩ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে করা হয়েছে। দুজনকে আইসিইউতে ভরতি করা হয়েছে। এ নিয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত ১১ জন আইসিওতে রয়েছেন এবং একজন রোগী রয়েছেন ভেন্টিলেশনে।

আজকের কোভিড আক্রান্তদের মধ্যে শিলচর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তমালকান্তি বণিক এবং তাঁর স্ত্রী চম্পা বণিক আছেন। গত দুদিন আগে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দুজনকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। সেই সূত্রে মঙ্গলবার তমালকান্তি বণিক এবং তাঁর স্ত্রী কোভিড পরীক্ষা করান। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে তাঁদের রেজাল্ট আসে পজিটিভ। তিনি হোম আইসোলেশনের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে অবশ্য তাঁদের দুজনকে বাড়িতে চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে পাঁচজন ষষ্ঠ পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং দুজন শিলচর পুলিশ রিজার্ভের আধিকারিক রয়েছেন। বাকিদের মধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানের অল্প থেকে বয়োজ্যেষ্ঠও রয়েছেন।

অযোধ্যার ভূমিপুজো উপলক্ষে কমল নাথের বাড়িতে হনুমান চল্লিশা পাঠের অনুষ্ঠান

ভোপাল, ৪ আগস্ট (হি.স.): আগামীকাল ৫ আগস্ট অযোধ্যায় হতে চলেছে বহুকাঙ্খিত রাম মন্দিরের ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। তার আগে মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে হনুমান চল্লিশা পাঠের আয়োজন করলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ। একথা নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন কমল নাথ।

আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় বহুকাঙ্খিত রাম মন্দিরের ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। কিন্তু করোনা আবহে এই ভূমিপুজো আয়োজন নিয়ে নানা বিতর্কও তৈরি হয়েছে। বিরোধীদের অনেকেই দাবি করছেন, দেশের এমন সংকটকালে কেন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তবে সেসব উপেক্ষা করেই জোরকদমে তৈরি হচ্ছে অযোধ্যা। আর এই ভূমিপুজোর শুভক্ষণে নিজের বাড়িতে হনুমান চল্লিশা পাঠের আয়োজন করলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ। মঙ্গলবার একথা নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন তিনি। তিনি জানান, অযোধ্যার ভূমিপুজো উপলক্ষেই এই আয়োজন।তিনি নিজে হনুমান চল্লিশা পাঠ করবেন টুইটারে সেকথাও জানিয়েছেন কমল নাথ।

চিকিৎসককে

● প্রথম পাতার পর

করেছে। তাদের আজকেই আদালতে সোপর্দ করা হয়। এ-বিষয়ে পিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর বলেন, অভিযুক্তদের টিআই প্যারেড এবং ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল।

এদিকে, ধৃতদের পক্ষে আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক বলেন, আদালতে জামিনের আবেদন জানানো হয়েছে। কারণ, তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য নয়। তিনি বলেন, ঘটনার দিন তাঁর মক্কেল প্রতিবাদ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কুলকুচি করে জল ফেলা কিংবা থুতু দেওয়ার মতো জঘন্য কাজ করেননি। সিসিটিভি ফুটেজেও এমন কোনও প্রমাণ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য, সিসিটিভি ফুটেজে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কারণ আদালতে আজ পুলিশ তা পেশ করেনি।

সম্রাটবাবুর কথায়, ওইদিন সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে জন্মদাত্রী মা ও তাঁদের আত্মীয়কে একই ঘরে থাকতে দেওয়া হলে তাঁর মক্কেল আপত্তি করেছিলেন। কারণ তাঁর মক্কেলের বক্তব্য ছিল, তাঁদেরই চিকিৎসা সঠিকভাবে হচ্ছে না, সেই জায়গায় সদ্যজাত সন্তানের সঠিক চিকিৎসার খুব প্রয়োজন রয়েছে। তাই, অন্যত্র যাওয়াই উচিত হবে বলে চিকিৎসক সংগীতা চক্রবর্তীর সাথে ওই বিষয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল। সম্রাট কর ভৌমিক সাফ বলেন, মামলায় প্রচুর অসঙ্গতি রয়েছে।

আজ পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত উভয় পক্ষের সওয়াল শেষে ধৃত চারজনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে। আগামী ২৯ আগস্ট পর্যন্ত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। সাথে টিআই প্যারেডের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। কারণ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সহকারী সরকারি আইনজীবী কর্ণজিৎ দে-র সংবাদ প্রকাশ্যে এসেছে, জানালেন পিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর। এদিকে, হাপানিয়া কোভিড কেয়ারে ধৃত দুজকে আদালতে তোলা হয়েছিল। তাদেরকেও আদালত জামিন মঞ্জর করেছে বলে জানা গিয়েছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে।অবশ্য এখনো পর্যন্ত গৃহবধূর বাপের বাড়ির তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। তবে বাপের বাড়ি তরফ থেকে মামলা দায়ের করা না হলেও এটি যে একটি রহস্য মূলক ঘটনা সে সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহ দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। হয়তো পারিবারিক কলহের জেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দিয়েছে।প্রাথমিকভাবে ফিদায়ী থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত হতে পারবে বলে জানিয়েছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

পারবে। দেখতে পাবে কোন কোন কলেজে কোন কোন বিষয়ে কতটা আসন রয়েছে। তাছাড়াও দেখতে পাবে অন্যান্য তথ্য। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে একজন ছাত্রছাত্রী ৬টি কলেজে একসাথে আবেদন করতে পারবে। কলেজগুলিতে ভর্ত্তির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি চালু হবার ফলে ভর্ত্তির পদ্ধতি আরও সরল ও স্বচ্ছ হবে।

এদিকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে অন্য একটি কল সেন্টারের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন এখন থেকে এই কল সেন্টারে টেলিফোন করে ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবে বিশেষ করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যেতে না পেরে অবসাদে ভুগছে সেক্ষেত্রে এই কল সেন্টারের মাধ্যমে তারা বিশেষ’ শিক্ষকদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারবে। কল সেন্টারের নাম্বার হল ০৩৮১-২৪১-০০৫৩। এই কল সেন্টারটি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এলিমেন্টারী এ্যাডুকেশনের অধিকর্তা সাজ বাহিদ এ’, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

গাড়িতে তারা আগরতলা যাচ্ছিল। গাড়ি, ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫০০ বাংলাদেশি টাকা সহ ওই দুজনকে আটক করা হয়েছে।

ধ্রুব নাথের দাবি, ওই টাকার কোনও নথি তাদের কাছে পাওয়া যায়নি। তাতে মনে হচ্ছে, টাকা পাচার চক্রের সাথে এরা যুক্ত। তিনি বলেন, উজ্জ্বল মল্লকে ২০১৭ সালে এবং ২০১৮ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু সে-যাত্রায় সে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার রেহাই পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তাঁর দাবি, আজকের এই অভিযানে পুলিশের সাথে ছিল বিএসএফ-এর ৩১ এবং ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

হেজামারা সহ পার্শবর্তী এলাকায় বিশেষভবে জনজাতি অংশের মানুষের বসবাস। এইসব জনজাতি অংশের মানুষজন অসুস্থ হয়ে পড়লে কোথায় গিয়ে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করবেন তা নিয়ে স্থানীয় জনগণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার তাগিদে বিকল্প চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

সভা প্রশাসনের

তিনের পাতার পর

আজকের শান্তিসভায় জেলাশাসক পল বরুয়া অযোধ্যায় ভূমিপূজন নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় যাতে কোনও ধরনের অশান্তির সৃষ্টি না হয় সেদিকে সবাইকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সর্বাবস্থায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান। এদিনের শান্তি সভায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নাগরিকরা জেলাশাসককে আশ্বস্ত করে বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় অযোধ্যায় ভূমিপূজন নিয়ে কোনও ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ ডিমা হাসাও জেলায় হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান থেকে শুরু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে আসছেন। তাই ডিমা হাসাও জেলায় অশান্তির সৃষ্টি হওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠে না বলে জেলাশাসক পল বরুয়াকে আশ্বস্ত করেন বৈঠকে উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিকরা।

নারী সংক্রান্ত বিবাদ কাঞ্চনপুর সাব জেলের দুই কর্মীর পরিবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৪ আগস্ট।। কাঞ্চনপুর সাব জেলের কোয়ার্টারে এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক কনস্টেবল ওয়াডার পরিবার থেকে আরেক কনস্টেবল ওয়াডারের বিরুদ্ধে কাঞ্চনপুর থানায় মামলা করা হয়। গত ৩১ জুলাই কাঞ্চনপুর সাব জেলের এক কনস্টেবল ওয়াডারের স্ত্রী রাজিব নমঃশূদ্র নামে আরেক কনস্টেবল ওয়াডারের বিরুদ্ধে কাঞ্চনপুর থানায় মামলা দায়ের করে। শ্লীলতাহানীর মামলা দায়ের করা হয়েছে। মহিলা জানান তাকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করা হয়েছে। জেল কোয়াটারে থাকেন তিনি। রাজিব নমঃশূদ্রও কনস্টেবল ব্যারাকে থাকেন। এব্যাপারে সাব জেলারকে জানান ওই মহিলা। সাব জেলার গোটা ঘটনা শুনে জেলের যাতে বদনাম না হয় তাঁর জন্য নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু রাজিব নমঃশূদ্র এর বক্তব্য তিনি মহিলার কোয়ার্টারের সামনেও যাননি। কোনো সময় ঐ মহিলার সাথে কথা বলেননি। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। এই ঘটনায় মঙ্গলবার সাব জেলের সকল কর্মচারী মিলে জেল সুপারেন্টেড এবং এসডিএম উদ্দেশ্যে লিখিত জমা দেন। গোটা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে আগের সাব জেলার দেবাশিস শীলের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে গোটা বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান জেলে কর্তব্যরত সকল কর্মীরা।

মাহেন্দ্রক্ষণ

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছেছেন তিনি। যে ১৩৫ জন সাধু-সন্ত ভূমিপুজোয় যোগ দেবেন, তাঁদের সকলের হাতে একটি করে রৌপ্যমুদ্রা তুলে দেওয়া হবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত অশোক সিঙ্ঘলের সংস্থা ‘অশোক সিঙ্ঘল ফাউন্ডেশন’-এর তরফে রাম-সীতা ও লক্ষ্মণের ছবি খোদাই করা ওই মুদ্রাগুলি শ্রী রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবারই অযোধ্যায় এসে পৌঁছেছেন সঙ্ঘপ্রধান মোহন ভাগবত, সুরেশ ভাইয়াজি জোশী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) নেতা দীনেশ চাঁদ-সহ আরও অনেকেই। তবে এঁদের মধ্যে থেকে একমাত্র মোহন ভাগবতই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্যপাল আনন্দীবেন পটেল এবং রামমন্দির ন্যাসের প্রধান নৃত্যগোপাল দাসের সঙ্গে মূল মঞ্চে থাকবেন। এর পাশাপাশি প্রধান পুরোহিত হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন সলিল সিঙ্ঘল। তিনি অশোক সিঙ্ঘলের ভাইপো।

ভূমিপুজোর জন্য সরযূ নদীর উপর ‘রাম কি পৈড়ী’ ঘাটটির চেহারাও রাতারাতি বদলে গিয়েছে। নানা রঙের রঙ্গোলি এঁকে ঘাটটিকে সাজিয়েছেন ফৈজাবাদের রাম মনোহর লোহিয়া অবধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা। বুধবার এই ঘাটেই এক লক্ষ মাটির প্রদীপ জ্বালানো হবে। বারাণসীতে যেমন গঙ্গা আরতি হয়, ঠিক সে ভাবে বুধবার সরযূর এই ঘাটেও আরতি হওয়ার কথা। মন্দিরের স্থাপনের সূচনা যাতে শুভ হয়, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভূমিপুজোয় প্রসাদের জন্য ইতিমধ্যেই বিশেষ ব্যবস্থা করেছে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। এক লক্ষ প্যাকেট বিকানেরি লাড্ডুর বরাত দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক প্যাকেটে চারটি করে লাড্ডু থাকবে। পুজো মিটে গেলে অতিথিদের হাতে সেই প্যাকেট তুলে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে দিল্লিতে বিভিন্ন দূতাবাসেও পৌঁছে দেওয়া হবে ওই লাড্ডুর প্যাকেট। তবে শুধু বিকানেরি লাড্ডুই নয়, আলাদা করে মোতিচুড়ের লাড্ডুরও বরাত দেওয়া হয়েছে। দিল্লি এবং লখনউয়ের নামজাদা মিষ্টির দোকানের উপর এই লাড্ডু তৈরির ভার পড়েছে। অযোধ্যার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণের জন্য নৃত্যগোপাল দাসের বাসভবন মণিরাম দাস ছাওনি পীঠেও প্রায় ১ লক্ষ লাড্ডু তৈরি হচ্ছে। অযোধ্যার অতিরিক্ত জেলাশাসক পর্যায়ের এক আধিকারিকের উপর এই লাড্ডু বিতরণের দায়িত্ব পড়েছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

করেন যে, উনারা এই বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে আলোচনা ক্রমে কতটুকু সাহায্য করা যায় যা দেখবেন। পাশাপাশি আজ বিকেল থেকে কোন রেড জোন বা কন্টেইনমেন্ট জোন থাকবেনা। শুধু যাদের পরিবারের করোনা পজিটিভ রোগী চিহ্নিত হবে সেই পরিবারকে হোম কায়ারেইন্টানে রাখা হবে। উনাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে উত্তেজিত পথ অবরোধকারীরা উনাদের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলা কদমতলা ব্লকাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে বেশ কয়েকজন মানুষের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ার পর ২ নং ওয়ার্ডকে ১৭ দিন পূর্বে সম্পূর্ণ কোন্টাইনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা হয়। বিগত ১৭ দিনে সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের ৫২ পরিবারের ২১০ জন নাগরিক খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জলের সংকটে পড়ে যান। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আজ ২ নং ওয়ার্ডের কন্টেইনমেন্ট জোনে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা কদমতলা-ব্রজেন্দ্রনগর ও কদমতলা-পিয়ারীছড়া পৃথক দুটি রাস্তা অবরোধ করে বসেন। তাদের দাবি দীর্ঘ ১৭ দিন যাবত সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার পর খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছিলেন ওই এলাকার স্থানীয় জনগণ। কিন্তু সরকারি আধিকারিক ও সরকারের তরফ থেকে কোন ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে আজ সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের ৫২ পরিবারের ২১০ জন স্থায়ী বাসিন্দা সরসপুর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় কদমতলা-পিয়ারী ছড়া ও কদমতলা-বজেন্দ্র নগর দুটি ব্যস্ততম সড়ক অবরোধ করে বসেন। সড়ক অবরোধের প্রায় ৩ ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে ছুটে যান সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব হিরণময় নাথ ও পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান। উনারা ঘটনাস্থলে গিয়ে উত্তেজিত অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেন যে, অতি শীঘ্রই উনাদের খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে উর্দতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার ক্রমে যাতে সমস্যা দূর করা যায় সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন।পাশাপাশি আজ কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি হলে উত্তর জেলার জেলাশাসক ,মহকুমা শাসক সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এক আলোচনায় সিদ্ধান্ত করেন যে, আজ বিকাল থেকে কোন ধরনের রেড জোন বা কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে চিহ্নিত করা হবে না। শুধু যে পরিবারের করোনা পজিটিভ রোগী চিহ্নিত হবে সেই পরিবারের বাকি সদস্যদেরকে হোম কোয়ারেইন্টানে রাখা হবে।

সুতরাং আজকে কদমতলা পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি হলে সিদ্ধান্ত হওয়া বিষয়গুলো অবরোধকারীদের কাছে তুলে ধরেন পঞ্চায়েত সচিব হিরণময় নাথ।উত্তেজিত পথ অবরোধকারীরা পঞ্চায়েত সচিব প্রধান ও উপ-প্রধানের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অবশেষে তাদের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে। এখন দেখার বিষয় যেসব এলাকায় করোনা গন সংক্রমন দেখা দেবে সেই সকল এলাকায় প্রশাসনিক নজরদারি কতটুকু তৎপর হবে।এদিকে টানা তিন থেকে চার ঘণ্টা ব্যস্ততম দুটি পথ অবরোধের ফলে বেশ কিছু যানবাহন আটকা পড়ে সাথে কিছুটা যাত্রী দুর্ভোগ দেখা দেয়।

আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

ও কুমারঘাট ডিভিশনের নেতৃত্বরা। মূলত ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন এডিসি এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগ করে আসছিল আইপিএফটি।

বৃষ্টি মুম্বইয়ে

আটের পাতার পর

মাঝে জল জমে যাওয়ায়, শহরতলির বিশেষ পরিষেবা চলাচল করেছে ভিরার-আন্ধেরি-বান্দ্রার মধ্যে এবং বান্দ্রা ও চার্চগেটের মধ্যে বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। আপাতত বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই মহারাষ্ট্রের, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, মুম্বই, থানে এবং উত্তর কোঙ্কানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা।

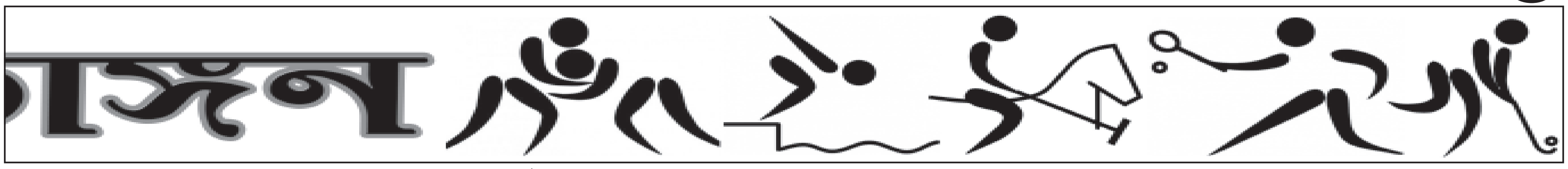

রোনালদোদের মাঠে ফেরার দিন ঠিক করল ক্লাবগুলো

ধীরে ধীরে বুঝি পরিষ্কার হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের ভাগ্য। জার্মানিতে বুন্দেসলিগা মাঠে ফিরছে আর দুই দিন পর। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ১২ জুন ফেরার পরিকল্পনা আঁটছে। ফরাসি লিগের তো শেষই টেনে দেওয়া হয়েছে। স্প্যানিশ লিগও ১২ জুন ফিরতে পারে বলে দুই দিন আগে জানিয়েছেন লিগ কমিটির সভাপতি হাভিয়ের তেবাস।

ইউরোপের সেরা পাঁচ লিগের মধ্যে বাকি থাকে শুধু ইতালিয়ান লিগ। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ইব্রাহিমোভিচ, পাওলো দিবালাদের সেই লিগ কবে ফিরবে? আজ ক্লাবগুলোর সভায় ঠিক হয়েছে সে তারিখ, ১৩ জুন!

এখনো অবশ্য সবকিছু চূড়ান্ত হয়নি। সরকার অনুমোদন করলে তবেই ১৩ জুন ইতালিয়ান লিগ ফেরার ঘোষণা আসবে। তবে আজ ক্লাবগুলোর সভায় দুটি তারিখ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ১৩ জুন না ২০ জুন, সেই ভোটে বেশির ভাগ ক্লাবই ১৩ জুনকেই বেছে নিয়েছে। দলগুলো এরই মধ্যে ধাপে ধাপে অনুশীলনে ফিরতে শুরু করেছে। আগামী সপ্তাহ থেকে পুরোদমে অনুশীলন শুরু হবে।

'খেলা আবার মাঠে ফেরানোর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়নশিপ (সিরি আ) ফেরানোর জন্য ১৩ জুনের কথা বলা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত ও চিকিৎসাবিষয়ক প্রটোকল মেনে খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে'আজ বিবৃতিতে জানিয়েছে সিরি আ কর্তৃপক্ষ।করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি ইতালিতে গত মার্চ থেকেই লিগ স্থগিত আছে। গত কিছুদিনে ক্লাবগুলো খেলোয়াড়দের আলাদাভাবে অনুশীলন করিয়েছে। আজ ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রী ভিনসেঞ্জো স্পাদাফোরা জানিয়েছেন, সোমবার থেকে ক্লাবগুলো খেলোয়াড়দের 'গ্রুপ অনুশীলন' শুরু করতে পারবে।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীও চান, শিরোপা উঠুক লিভারপুলের হাতে

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক মানা হয় তাঁকে। সেই এডউইন ফন ডার সারের মনে হচ্ছে, করোনাভাইরাসের কারণে লিভারপুল প্রিমিয়ার লিগ-শিরোপা বঞ্চিত হলে তাঁর খারাপই লাগবেগত ত্রিশ বছরে লিগ শিরোপা জেতার এত কাছাকাছি কখনোই আসেনি লিভারপুল। তিন দশক ধরে শিরোপাহীন থাকা দলটা পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে পঁচিশ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল। আর মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই গাণিতিকভাবে শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের। কিন্তু বাধ সাধল করোনাভাইরাস।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তোপে এখন লিগ শেষ করাই দায়। লিভারপুল শিরোপা জেতার সুযোগ পাবে কি না, সেটাও অনিশ্চিত। শুধু লিভারপুলই নয়, বিশ্বের প্রত্যেকটা লিগেরই একই দশা। জটিলতা কাটাতে কেউ কেউ লিগ বাতিলই করে দিয়েছে (ডাচ লিগ), কেউ কেউ লিগের সমাপ্তি ঘোষণা করে শীর্ষে থাকা দলকে শিরোপা দিয়ে দিয়েছে (বেলজিয়ান লিগ ও ফরাসি লিগ ওয়ান)।

ইতালিয়ান লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও স্প্যানিশ লিগ কর্তৃপক্ষ অবশ্য লিগ শুরু করার চেষ্টা করছে। তবু যদি শেষমেশ লিগ আর মাঠে ফেরানো না-ই যায়, সে ক্ষেত্রে বহু ব্যবধানে এগিয়ে থাকা লিভারপুলের হাতেই শিরোপা দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছেন সাবেক ডাচ গোলরক্ষক এডউইন ফন ডার সার।

ফন ডার সারের কথাটা আরও গুরুত্ব পাচ্ছে তাঁর সঙ্গে লিভারপুলের ইতিহাসের কারণে। ফন ডার সার যে লিভারপুলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক! যে ''শত্রু'' উল্টো চাইবেন লিভারপুলের হাতে যেন শিরোপা না ওঠে, তিনিই আজ শত্রুতা ভুলে লিভারপুলের হাতে শিরোপা দেখতে চেয়েছেন, ''আমার মনে হয় লিগ যদি আয়োজন করা আর না যায়, লিভারপুলকে শিরোপা না দেওয়াটা বাড়াবাড়ি রকমের কঠোর সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ওরা যেমন ফুটবল খেলেছে, যত পয়েন্টে এগিয়ে আছে, সব দিক বিবেচনা করে ওদের হাতেই শিরোপাটা দেওয়া উচিৎ। লিগ যদি আর মাঠে ফেরানো না যায়, তাহলে আমার মনে হয় লিভারপুলকে শিরোপা দিয়ে দিলে কারও আপত্তি থাকবে না।''ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে চারবার লিগ ও একবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা এই গোলরক্ষক বর্তমানে ডাচ ক্লাব আয়াক্সের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে আছেন।

এমবাপ্পের সামনে নেইমাররা সবাই বাচ্চা

মাঝমাঠ থেকে ৭০ গজি এক ভোঁ দৌড়ে তিন-চারজনকে ছিটকে ফেলে বক্সে ঢুকে পড়লেন তিনি। তাঁকে আটকাতে না পেরে শেষমশ পেছন থেকে ট্যাকল করে বসলেন মার্কোস রোহো। পেনাল্টি!

২০১৮ বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে কিলিয়ান এমবাপ্পের সেই দৌড় কে ভুলতে পারে! যেন এক দৌড়ে বিশ্বমঞ্চে নিজের আগমণধ্বনী শুনিয়েছিলেন সে দিনের অষ্টাদশী ফরাসি স্ট্রাইকার। সে কী গতি তাঁর!

তা তাঁর গতি আসলে কেমন? পিএসজিতে ফরাসি স্ট্রাইকারের সতীর্থ স্প্যানিশ মিডফিল্ডার অ্যান্ডার হেরেরা বলছেন, অনুশীলনে এমবাপ্পেকে দেখে মনে হয়, তিনি উসাইন বোল্ট, আর তাঁর তুলনায় বাকিরা ১২ বছরের বাচ্চা! এমবাপ্পের পাশাপাশি পিএসজির আরেক মহাতারকা নেইমার ক্লাবে কতটা খুশি তা-ও শোনা গেল হেরেরার কণ্ঠে।

''মাঝে মাঝে অনুশীলনে ওকে দেখে মনে হয় ও বাচ্চাদের সঙ্গে অনুশীলন করছে। যেভাবে দৌড়ায় ও, যেভাবে ডিফেন্ডারদের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়, খুব সহজেই যে কাউকে পেছনে ফেলতে পারে ও। দেখে মনে হয় আমরা ১২ বছরের বাচ্চা আর ও উসাইন বোল্ট'' — ইএসপিএনে বলছিলেন হেরেরা।

এ তো গেল গতি, এমবাপ্পের ফিনিশিংও তো মুগ্ধতা জাগানিয়া। যেন ঠান্ডা মস্তিষ্কের কোনো শিকারি! হেরেরাও মুগ্ধ, ''গোলকিপারের সামনে যখন চলে যায় ও, হঠাৎ থেমে ঠান্ডা মাথায় গোল করার দারুণ দক্ষতা আছে ওর। গতির সঙ্গে শারীরিক শক্তির দারুণ সমন্বয় করতে জানে ও, গোলের সামনে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে।''

এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জেতা হয়ে গেছে। সময়ের সেরাদের সারিতে নাম লেখানোও সারা। মেসি-রোনালদোর উত্তরসূরির মুকুটটাও এমবাপ্পের মাথায়ই দেখেন সবাই। হেরেরাও করলেন ভবিষ্যদ্বাণী, ''২০২৫ সালের মধ্যেই ও ব্যালন ডি''অর জিততে পারে।''

বর্ষসেরা ফুটবলারের মুকুটটা জেতার স্বপ্ন নিয়ে তো ২০১৭ সালের আগস্টে দলবদলের বিশ্বরেকর্ড গড়ে পিএসজিতে এসেছিলেন নেইমারও। কিন্তু চোট ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের সেই স্বপ্নে বাধা হয়ে এসেছে বারবার। পিএসজি ছেড়ে তাঁর বার্সায় ফেরার গুঞ্জনও বাজার পায়। গুঞ্জন শোনা যায় ক্লাবের বোর্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতির।

কিন্তু হেরেরা বলছেন, সংবাদমাধ্যম ভুল লেখে। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের কথা, ''সংবাদমাধ্যম ওকে নিয়ে যেভাবে বলে সেটা অনেক সময়ই ইতিবাচক নয়। ওরা যেন সব সময় ওকে মেরে ফেলার উপায় খোঁজে।''

তাহলে নেইমার আসলে কেমন? হেরেরার উচ্চকিত প্রশংসা, ''কিন্তু এমন একজনকে দেখি যে প্রতিদিনই খুশি, দলকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। ওর বাড়িতে ডিনারের আয়োজন করে যাতে আমরা দল হিসেবে এক হয়ে থাকি। আমাদের যত বেশি সম্ভব শিরোপা জেতাতে চায়। ও-ই আমাকে বলেছে ও এই ক্লাবে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি খুশি। অথচ পত্রিকায় যখন পড়ি, মনে হয় অন্য কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে পড়ছি!''

শোয়েব আখতারকে হাস্যকর বানিয়ে দিচ্ছে পরিসংখ্যানও

আইসিসিই বিপদে ফেলল শোয়েব আখতারকে। অতীত ও বর্তমান ক্রিকেটারদের মিলিয়ে মোট ২০জনের প্রতিদ্বন্দ্বী জোড়া বেছে টুইটটা না করলে শোয়েব আখতার অমন দম্ভ দেখাতেন না। আর পরিসংখ্যানের খোঁজও মিলত না। ''গতি দিয়ে সব উড়িয়ে দেব'' বলা শোয়েবকে ভুল প্রমাণ করতে হাজির হচ্ছেন সবাই। আইসিসির টুইট রি-টুইট করে শোয়েব দম্ভোক্তি প্রকাশ করেন, ''এমনকি এখনো, তিনটি শক্ত বাউন্সার দিয়ে চতুর্থ বলে স্টিভেন স্মিথকে আউট করতে পারব।'' ৪৪ বছর বয়সে শোয়েবের এমন কথায় হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ক্যারিয়ারের শেষ দিকে গতি আর সুইং হারিয়ে দল থেকে ছিটকে পড়া এক পেসার এখন স্মিথকে আউট করবেন, এটা মানতে পারছিলেন না কেউ। এ টুইট দেখে আইসিসিও হাসি চাপাতে পাড়েনি।

শোয়েব আবার এতে রাগ করেছেন, নিজের সেরা সময়ের কিছু ভিডিও দিয়ে দেখিয়েছেন ক্ষমতা। আগের টুইটেই বলেছিলেন এই সময়েই পারবেন স্মিথকে আউট করতে। আইসিসির খোঁচায় নিজের সেরা মুহূর্ত খুঁজে দেখাতে হয়েছে সাকল্যে ১৭৮ টেস্ট উইকেট পাওয়া শোয়েবকে। কিন্তু পরিসংখ্যান যে শোয়েবকে তাতেও রক্ষা পেতে দিচ্ছে না। বলে দিচ্ছে, সেরা সময়ের শোয়েবেরও বেগ পেতে হতো স্মিথকে আউট করতে।

গতি আর বাউন্সারে স্মিথকে তিন বলে কাপিয়ে চতুর্থ বলে আউট করবেন বলেছিলেন শোয়েব। পরিসংখ্যান বলছে, ঘটে বুদ্ধি না থাকলে ওসবে কাজ হবে না। কারণ, শুধু গতি বাউন্সার দিয়ে স্মিথকে কাবু করা যায় না। বিশ্বাস না হলে জফরা আর্চারকে জিজ্ঞেস করলেই হয়। গত অ্যাশেজে,মাথায় বল লাগিয়ে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন স্মিথকে। গতি আর বাউন্সারে অস্ট্রেলিয়ার সব ব্যাটসম্যানকে নাকানি চুবানি খাইয়েছেন। কিন্তু স্মিথকে পুরো সিরিজে একবারও আউট করা হয়নি তাঁর।

আর্চার একমাত্র উদাহরণ নন। সত্তুরোর্ধ টেস্ট খেলেও স্মিথের গড় এখন ৬৩। কমপক্ষে ২০ ম্যাচ খেলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর ওপরে আছেন শুধু একজন। অনতিক্রম্য ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে বেড়ে ওঠা বলে স্পিনারদের বিপক্ষে স্মিথের গড়টা একটু কম, ৪৮ এর মতো। এর মানে পেস বোলারদের বিপক্ষে তাঁর গড়টা ৬৩ এর অনেক বেশি।

শোয়েব আখতার দাবি করতে পারেন, তিনি তো গড়পড়তা পেসার নন। তাঁর গতি ঘন্টায় ১৪০ কিমির ওপর ছিল ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময়ে। সে ক্ষেত্রে শোয়েবের জন্য দুঃসংবাদ, বলের গতি যত বাড়ে, স্মিথ তত স্বচ্ছন্দ। ক্যারিয়ারে এখ পর্যন্ত ২৩৭টি বল খেলেছেন স্মিথ যার গতি ১৪০ কিলোমিটারের বেশি ছিল এবং তা স্টাম্প থেকে ৯ মিটার দূরে পিচ করেছিল। সহজ কথায় গতিময় বাউন্সার ছিল। এই ২৩৭ বলে ওয়ানডে গতিতে ১৯১ রান করেছেন স্মিথ। আউট হয়েছেন একবার।অর্থাৎ শোয়েবের হুমকি দেওয়া চার বলের ওই সমীকরণে স্মিথ আউট তো হতেনই না, বরং ওয়ানডে ধাঁচে মার লাগাতেন শোয়েবকে। ২০০৬ সালের পর গতিময় বাউন্সারে স্মিথের মতো স্বচ্ছন্দ নন কেউ।এটা ঠিক বলের গতি ১৪০কিলোমিটার অতিক্রম করলেই স্বাভাবিক ব্যাটসম্যান বিপাকে পড়েন। এ কারণেই তো পরিসংখ্যান বলছে, ১৪০ কিলোমিটার গতির ওপরের বলে ব্যাটসম্যানদের গড় ২৮- এ নেমে আসে। কিন্তু স্মিথ অনন্য এ কারণে গতিময় বলে তাঁর গড়টা ১৯১-তে। শোয়েব চাইলে আবার নতুন যুক্তি টানতে পারেন। ক্যারিয়ারে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও নিয়মিত ১৫০ কিলোমিটার গতির ওপরে বল করেছেন।আইসিসির টুইট তো ছিলই ক্যারিয়ারে মধ্যগগনের ফর্ম বিবেচনা করে। ১৪০ কিলোমিটার আর ১৫০ কিলোমিটার গতির মাঝে যে তফাৎ আছে, সেটা সবাই জানেন। প্রায় প্রতিটি টেস্ট দলেই ১৪০ কিলোমিটার গতি তোলা বোলার আছেন। কিন্তু ১৫০- বল করতে পারেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই হাতে গোনা কয়েকজন। তো সেরা ফর্মের শোয়েব যদি টানা কিছু ১৫০ কিলোমিটার গতির বল করেন, তখন?

পরিসংখ্যান এ ক্ষেত্রেও দুঃসংবাদ জানাচ্ছে। ১৪০ থেকে ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে ব্যাটসম্যানদের গড় ২৭.৬৪, আর সেটা ১৪৫ থেকে ১৫০ কিলোমিটার হলে একটু বেড়ে হচ্ছে ২৭.৬৫। গতি ১৫০ কিলোমিটার পার হলেই ব্যাটসম্যানদের গড় অনেকটা বেড়ে ২৮.৩৭ হচ্ছে। এই গড় সাধারণ ব্যাটসম্যান ও টেলএন্ডারদের হিসেবে এনে। যেখানে গতিতে ভয় পাওয়া ব্যাটসুম্যানদের গড়ই ১৫০ পেরোলে বেড়ে যায়, সেখানে ব্র্যাডম্যানের সর্বকালের সেরা

তাহলে রেফারির ভুলেই চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল রিয়াল?

দৃশ্যটা এখনো অনেকের চোখে ভাসে। বিশেষ করে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ভক্ত কিংবা রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থক হলে তো কথাই নেই। মিলানের সেই ফাইনালের প্রসঙ্গ উঠলেই তাদের অনেকে সন্দেহটা প্রকাশ করেন, প্রথম গোলটি কি আইনসঙ্গত ছিল? মানে সার্জিও রামোসের গোলটি অফসাইড ছিল কি না?ঘড়ির কাঁটার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেই ফাইনালের পর চার বছর পেরিয়ে গেছে। এত দিন পর সে ম্যাচের প্রসঙ্গ ওঠার কারণ রেফারি মার্ক ক্ল্যাটেনবার্গ। এ ইংলিশ সেদিন ছিলেন ফাইনালের রেফারি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের কাছে সেদিন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্তে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন ক্ল্যাটেনবার্গ। রামোসের গোলটি অফসাইড ছিল।সে ক্ষেত্রে অফসাইডের জন্য রামোসের গোলটি রেফারি বাতিল করলে হয়তো ম্যাচের ফলই ঘুরে যেত! ১৫মিনিটে রিয়াল ডিফেন্ডারের গোলে এগিয়ে ছিল রিয়াল। ৭৯ মিনিটে ইয়ানিক কারাসকোর গোলে সমতায় ফেরে অ্যাটলেটিকো। পরে টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের ১১তম শিরোপাটি জেতে রিয়াল। রামোসের গোলটি স্কোরশিট থেকে মুছে ফেললে কে জানে, হয়তো প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের স্বাদ পেত অ্যাটলেটিকোই !সংবাদমাধ্যমকে ক্ল্যাটেনবার্গ বলেন, ''ফাইনালে রিয়াল প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু গোলটা ন্যূনতম ব্যবধানে অফসাইড ছিল। বিরতির সময় আমরা এটা ধরতে পারি।

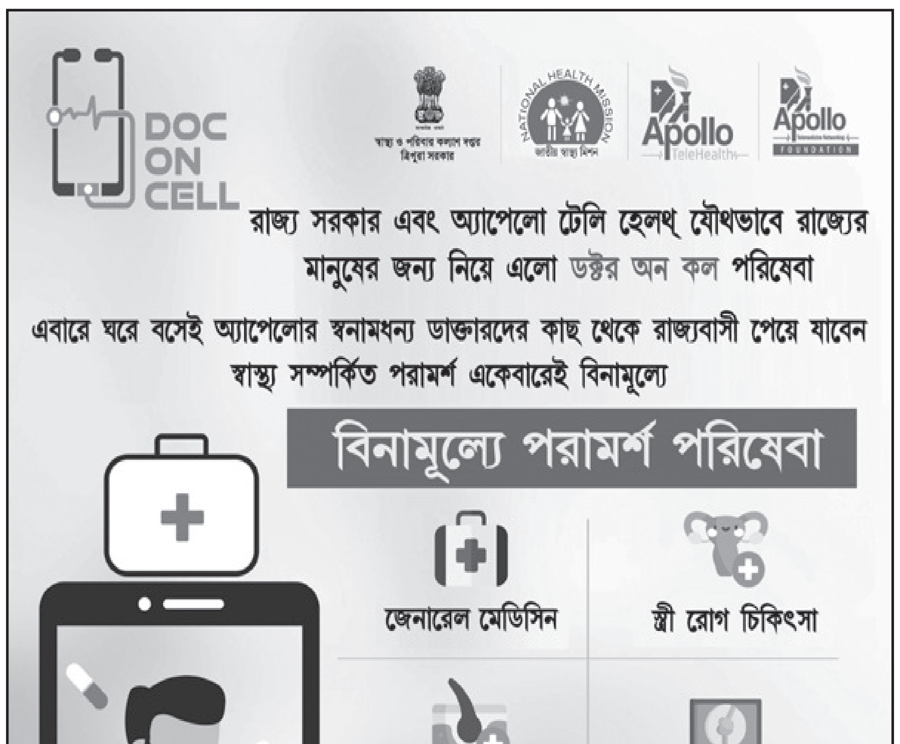

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-10/EE/ RDAD/2020-21 Dt. 30/07/2020

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system horn the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 13/08/2020 for the following works: (1) "Renovation of chamber of Director at Office of the Director, Welfare of Minorities, Agartala, West Tripura." ECV: Rs. 2,10,388.00 (2) "Maintenance of Internal Electrification of Renovated Old Office Building for the Director, Welfare of Minorities Agartala, West Tripura." ECV: Rs.1,59,439.00 "Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be azaxii,ble iyp the website only.

ICA/C-1251/2020-21

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 6 / EE-BSLD / PWD (R&B) / 2020-21, Dated, 25th July, 2020.

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 16-07-2020 for the following works:-

Sl No.	Name of work/DNIe-T No	Estimated Cost	Earnest money	Time for Completion
1.	DNIeT No.11/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD(R&B)/2020-21	Rs.7,92,415.00	Rs.7,924.00	3 (three)Months
2.	DNIeT No.12/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD(R&B)/2020-21	Rs. 7,84,113.00	Rs.7,841.00	2 (two)Months
3.	DNIeT No.13/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD(R&B)/2020-21	Rs.11,64,837.00	Rs.11,648.00	4(Four)months
4.	DNIeT No.14/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD(R&B)/2020-21	Rs.16,28,857.00	Rs.16,289.00	5(Five)months
5	DNIeT No.15/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD(R&B)/2020-21	Rs.10,49,803.00	Rs.10,498.00	3(Three) months
6	DNIeT No.16/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD(R&B)/2020-21	Rs.11,61,319.00	Rs.11,613.00	3(Three)months
7	DNIeT No.17/R/DNIe-T/EE-BSLD/PWD(R&B)/2020-21	Rs.10,36,007.00	Rs.10,360.00	3(Three)months

Last date and Time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 17-08-2020 And Time and date of opening of Bid at 16.00 Hrs.on 18-08-2020 if possible. Notes:-For more details kindly visit:https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1248/2020-21

For and on behalf of the 'Governor of Tripura'
[Er. S.Sarkarl, Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R&B), Gakulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura.

নিয়ন্ত্রণরেখায় পাক সেনাপ্রধান সতর্ক ভারত

শ্রীনগর, ৪ আগস্ট (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিয়ন্ত্রণরেখায় বিশেষ নজরদারি ভারতীয় সেনাবাহিনীর। পাকিস্তান লাগোয়া নিয়ন্ত্রণরেখায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। সম্প্রতি ঈদ উপলক্ষে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই চূড়ান্ত সতর্কতা ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিটা জওয়ান। ঈদ উপলক্ষে সম্প্রতি হীরা নগরে অবস্থিত ভারতের সঙ্গে লাগোয়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত পরিদর্শন করেন পাকিস্তানি সেনাপ্রধান জেনারেল কমর জাবেদ বাজওয়া। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের খুরির্থা সেক্টরে মোতায়ন জওয়ানদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তার পরিদর্শনের পর থেকেই সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে পাকিস্তানি সেনা। ছোট মাঝারি ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভারতীয় সেনা চৌকিগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করেছে পাকিস্তান। মর্টার সেলিং করা হয়েছে। পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারত। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমি পূজা উপলক্ষে কোন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে চূড়ান্ত সর্তকতা অবলম্বন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। মোতায়েন করা হয়েছে বাড়তি বাহিনী।

জাতীয় ঐক্যের উৎসব হয়ে উঠুক রাম মন্দিরের ভূমিপুজো প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): নানা বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতা করলেও রাম মন্দিরের ভূমিপুজো নিয়ে ইতিবাচক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। রাত পোহালেই অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমি পুজো। তার আগে মঙ্গলবার কংগ্রেস নেত্রী বলেন, জাতীয় ঐক্যের উৎসব হয়ে উঠুক রাম মন্দিরের ভূমিপুজো।

এমনিতে যোগী সরকারকে মুহুর্মুহু আক্রমণ করতে ছাড়েন না তিনি। বিরোধী নেত্রী হিসেবে কেন্দ্রের নানা সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করে থাকেন নির্দ্বিধায়। তবে শ্রীরামের 'কৃপা'য় সেই বৈরিতা সাময়িক দূর হল বলাই যায়। কারণ রাম মন্দিরের ভূমিপুজো নিয়ে ইতিবাচক কথা শোনা গেল প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর গলায়। তাঁর আশা, জাতীয় ঐক্যের উৎসব হয়ে উঠবে এই ভূমিপুজো। তিনি বলেন, "আশা করি, এই ভূমিপুজ জাতীয় ঐক্য ও সংস্কৃতিকে আরও দৃঢ় করবে।"

এনসিডিসি বিশেষ চ্যানেল লঞ্চ করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় সহকারী বিকাশ নিয়ম (এনসিডিসি) সহকার কাপ টিউব চ্যানেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এনসিডিসি তরফ থেকে জানানো হয়েছে ইন্টারনেটে ওয়ানস্টপ চ্যানেল হিসেবে চ্যানেলটি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। এই চ্যানেলে হিন্দি সহ আঞ্চলিক ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। দেশের ১৮ রাজ্যের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত করা হবে। সমবায় সোসাইটি গঠন এবং পঞ্জিকরণ এর একটি ভিডিও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী।

মঙ্গলবার আনলকের প্রথম দিনে শুরু হয়েছে বাস সার্ভিস। ছবি- নিজস্ব।

পেঁচারথলে লরি আটকে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পেচারথল থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পেচারতল থানা সংলগ্ন এলাকায় একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে। লরি চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণ দিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান থানার ওসির কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে একটি লরি আগরতলা থেকে গাজা নিয়ে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে।সেই খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং পেচারতল থানার ওসিসহ পুলিশ কর্মীরা সাদা পোশাকে লক্ষনছড়া এলাকায় সকাল থেকেই ওৎ পেতে বসে থাকেন। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ লরিটি লক্ষনছড়া এলাকায় পৌঁছলে লরিটি আটক করা হয়। লরিতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১৮ টি প্যাকেট ১৭৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান গাড়ির চলককে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে।কে বা কারা এই কাজ আর পাচার চক্রে জড়িত রয়েছে তাদের সন্ধানে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন গাড়িটি বহির রাজ্যের। গাড়ির চালকও বহির রাজ্যের। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশা ব্যক্ত করেছেন। আগরতলা থেকে গাঁজা পাচারকারীরা লরিতে করে গাঁজা নিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। ধর্মনগর থেকে সেই গাজা হয়তো অন্য কোথাও পাচারের চিন্তাধারা ছিল।পেচারতল থানার ওসি আগাম সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কে সঙ্গে নিয়ে লক্ষণ ছড়া এলাকায় উৎপেতে বসে থাকে গাঁজা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এটি সাম্প্রতিককালে পেচারতল থানার একটি বড় সাফল্য বলে দাবি করেছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতেও গাজা পাচারকারীরা তাদের গাঁজা পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।মঙ্গলবার সকালে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পেচারতল থানা এলাকার লক্ষণছড়া এলাকায় লড়ি আটক করে ১৭৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার এর মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রমাণিত হয়েছে।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কর্মীদের করোনা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ আগস্ট।। সোমবার তেলিয়ামুড়া থানার এক সাবইন্সপেক্টের করোনা পোজেটিভ হওয়ায়, আজ তথা মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানার সমস্ত স্টাফ দের টেস্ট করানো হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। জানাযায়, সোমবার তেলিয়ামুড়া থানার এক সাবইন্সপেক্টরের পোজেটিভ হওয়ার খবরে থানা চত্বরে চাঞ্চল্য ছরিয়ে পরে। রাতেই তেলিয়ামুড়া পুরো থানা স্যানিটাইজ করানো হয়। সেই মোতাবেক আজ থানার ও সি সহ সমস্ত স্টাফ দের করোনা টেস্ট করানো হয়। এখন পর্যন্ত রিপোর্ট জানাযায়নি।তবে পুলিশ সাবইন্সপেক্টরের করোনা পোজেটিভ এর খবর ছরিয়ে পরতেই শহর জুরে গুঞ্জন চলছে।

মধুপুরে গাঁজা গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,, ৪ আগস্ট।। গাজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত। রাজ্য পুলিশের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধুপুর থানার ওসি এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে আজ মধুপুর থানার অন্তর্গত কোনাবন এলাকায় রাধানগর ধুবুরিয়া লুঙ্গা থেকে প্রায় ৩ ঘন্টা অভিযান চালিয়ে থেকে প্রায় ৫ লক্ষ গাজা গাছ ধ্বংস করা হয় বলে জানায় পুলিশ। তবে কাউকে গ্রেপ্তারের করতে পারেনি। জানা যায় কোনাবন এলাকার আনাচে-কানাচে প্রচুর পরিমাণ গাঁজার বাগান গড়ে উঠেছে মধুপুর থানার ওসি জানান আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড! ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৬.৬২ লক্ষেরও বেশি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬.৬১ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (সোমবার সারা দিনে) ৬, ৬১,০০০-রও বেশি কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৬,৬১,১৮২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারাতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,০৮, ৬৪,৭৫০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ৩ আগস্ট ৬,৬১,১৮২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা পুঞ্চে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৪ আগস্ট (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ পাক সেনাবাহিনীকে হামলার যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

বিধায়কের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ খারিজ করলেন গন্ডাছড়ার এসডিএমও

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ আগস্ট।। গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের নার্সদের দ্বারা এলাকার বিধায়ক দুর্ব্যবহারের শিকার, এই ধরনের খবর প্রচার হতেই এর তীব্র নিন্দা জানান হাসপাতালের সেবিকারা। এই বিষয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের বর্তমান এসডিএমও ইনচার্জ ডঃ চিরঞ্জিত দাস সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের জানান গত ১লা আগষ্ট এলাকার বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা জ্বর,সর্দি,কাসি নিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। এদিন হাসপাতালের ওপিডি বা বহির্বিভাগ বন্ধ থাকায় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ জঠিলেশ্বর দেববর্মা ইন্ডোরে নিয়ে গিয়ে বিধায়ক বাবুর চিকিৎসা করান। পরে সেখানেই বিধায়ককে এন্টিজেন টেষ্ট করানো হলে ওনি করোনা পজিটিভ শনাক্ত হন। মহুর্তের মধ্যেই হাসপাতাল চত্তরে ভয় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই বলে হাসপাতালের নার্স বা স্বাস্থ্য কর্মীরা বিধায়কের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে এমনটা নয় বলে এসডিএমও ইনচার্জ জানান। তিনি বলেন বিধায়ক সাহেব করোনা শনাক্ত হওয়ার পর এবং সেখান থেকে এম্বোলেন্সে করে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হাসপাতালের স্বাস্য কর্মীরা প্রতিনিয়ত ওনার শারিরিক খোজ খবর রাখেন। এমনকি ওনাকে পানীয় জল, ফল,ডিম খাবারেরও ব্যবসা করেন। তিনি আরো বলেন যেহেতু এসডিএমও সাহেব বিধায়কের চিকিৎসা করেন তাই এসডিএমও এখন নিজেই হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। পাচঁ দিন পর ওনাকেও করোনা টেষ্ট করানো হবে। এমত অবসায় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের সমস্ত স্বাস্য কর্মীরা করোনার এই কঠিন মহূর্তেও সর্ব সাধারনের স্বাস্য পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও এই রূপ পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর বলে তিনি জানান।

কালী মন্দিরের প্রণামী বাক্সের টাকা চুরি করতে গিয়ে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ধলাই জেলার লংতরাই ভেলি মহাকুমার ৮২ মাইলে কালীমন্দিরে প্রনামি বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর। তাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।জানা যায় দুপুর নাগাদ নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক চোর কালীমন্দিরের প্রণাম ভেঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তখন ওই ব্যক্তি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। বিষয়টি তিনি স্থানীয় লোকজন জানান এবং চোরকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন।ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন রা কালীমন্দিরে ছুটে আসেন। ক্ষুব্দ জনতা চোরকে উত্তম-মধ্যম দেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে। সেখান থেকে চোরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। কালী মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর-পূর্বের মণিপুরে ফের ভূমিকম্প, তীব্রতা ৩.৫

ইম্ফল, ৪ আগস্ট (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর। মঙ্গলবার সকালে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মণিপুরে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫। মৃদু তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জনিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৫.৫২ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মণিপুরের চূরাচন্দ্রপুরে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৩০ কিলোমিটার গভীরে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাসে বারবার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে মণিপুরে। ফলে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের মানুষজন।

শ্রীনগর-বারামুল্লা জাতীয় সড়কের ধারে আইইডি উদ্ধার, নিষ্ক্রিয় করল সেনাবাহিনী

শ্রীনগর, ৪ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় শ্রীনগর-বারামুল্লা জাতীয় সড়কের ধার থেকে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করল সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার সকালে বারামুল্লা জেলার পাট্টানের তাপ্পার গ্রামের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পের সন্নিকটে, শ্রীনগর-বারামুল্লা ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে আইইডি পড়ে থাকতে দেখেন সেনাবাহিনীর ২৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানরা। তৎক্ষণাৎ ওই স্থানটি ঘিরে ফেলা হয় এবং সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। পরে ওই আইইডি বিস্ফোরকটি নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। সেনাবাহিনীর অনুমান, জঙ্গিরাই ওই স্থানে আইইডি রেখে গিয়েছিল।

করোনা-আক্রান্ত সিদ্দারামাইয়া চিকিৎসাধীন মণিপাল হাসপাতালে

বেঙ্গালুরু, ৪ আগস্ট (হি.স.): প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের গ্রাস থেকে মুক্তি পেলেন না কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়াও। এবার করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে কর্ণাটকের বিরোধী দলনেতা সিদ্দারামাইয়ার শরীরে। চিকিৎসকদের পরামর্শে মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। মণিপাল হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কর্ণাটকের বিরোধী দলনেতা এখন স্থিতিশীল ও সুস্থ রয়েছেন। মঙ্গলবার সিদ্দারামাইয়া নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, "আমি কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছি এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। যাঁরা যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি, লক্ষণ পরীক্ষা করান এবং নিজেকে কোয়ারেন্টিন রাখুন।"

১০ ঘন্টায় ২৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি মুম্বইয়ে

মুম্বই, ৪ আগস্ট (হি.স.): রাতভর মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, মঙ্গলবার সকালেও বৃষ্টি থামেনি। বরং আরও বৃষ্টির চোখরাঙানিতে কাঁপছে মুম্বই। শহরের নিচু এলাকায় জমেছে জল। বিপর্যস্ত হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। মুম্বই এবং শহরতলির বেশ কিছু রুটে মঙ্গলবার বাতিল করা হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। মঙ্গলবার সকালে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ১০ ঘন্টায় শুধুমাত্র মুম্বইয়ে ২৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে পারেল পূর্ব, কান্দিভালি, বোরিভিলি-সহ বাণিজ্যনগরীর বিস্তীর্ন প্রান্ত। মহারাষ্ট্রের মাকারে আবার বর্ষণের দাপটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে।

রাতভর বৃষ্টিতে রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় মুম্বই ও শহরতলিতে বিপর্যস্ত হয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ভারী বৃষ্টির জেরে দাদর এবং প্রভাদেবীর

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ শিক্ষা পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

রামমন্দির রাষ্ট্রীয় গৌরব ও দেশের স্বাভিমানের প্রতীক যথার্থ রামরাজ্যের উদ্দ্যেশ্য সফল করতে সকলের অংশগ্রহণ চেয়ে আহ্বান সৈয়দ মমিনুলের

গুয়াহাটি, ৪ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল বুধবার ৫ আগস্ট অযোধ্যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত রামমন্দির পুনর্নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ভূমিপুজন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সুসজ্জিত হয়ে উঠবে ভারতের স্বাভিমানের প্রতীক রামমন্দির। তাই মন্দির পুনর্নির্মানের সূচনার পুণ্যলগ্নে প্রত্যেক ভারতীয়কে গৌরবান্বিত বোধ করা বাঞ্ছনীয়। হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সুসভ্যতার প্রতীক হচ্ছে অযোধ্যার রামলালার মন্দির।

বহু বছরের লাগাতার আন্দোলনের সুফল হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা হওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে মন্দিরের সংস্কার ও পুনর্নির্মানের কার্যসূচি। তাই এই মুহূর্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে আনন্দ ও গৌরবান্বত বোধ করাটা স্বাভাবিক। সঠিক অর্থে রামমন্দির হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রীয় গৌরব ও দেশের স্বাভিমানের প্রতীক। তাই বহু প্রতীক্ষিত এই মহৎ কাজে সকলের সমানতালে অংশগ্রহণে যথার্থ রামরাজ্যে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

এই কথাগুলো নিজের ফেসবুক পেজে চার মিনিট এক সেকেন্ডের এক ভিডিও আপলোড করে দেশের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ সহ প্রত্যেক ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উদ্দ্যেশ্যে এই ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন অসম প্রদেশ বিজেপি-র অন্যতম মুখপাত্র তথা রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া। সৈয়দ মমিনুল আওয়াল রামরাজ্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, রামরাজ্যের অর্থ সুখ, শান্তি, প্রগতি তথা সর্বশ্রেণির মানুষের সামগ্রিক উন্নতিসাধনের প্রক্রিয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাস স্লোগানের অন্তর্নিহিত অর্থ ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেন আওয়াল। মমিনুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সকলের অভিমত ও বক্তব্যের সমানভাবে মান্যতা প্রদান করেন। সুতরাং রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সঠিক ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সকলের এগিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি আরও বিস্তৃতভাবে বলেন, রামমন্দির বা রামরাজ্য কোনও সম্প্রদায়-বিশেষ নয়। সংশ্লিষ্ট কোনও ধর্মের সংকীর্ণ বিষয়বস্তুও নয়। রামমন্দির শব্দের আপাদমস্তক অর্থ হচ্ছে ভারতবর্ষের সার্বিক কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সিন্ধু সভ্যতা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পূর্ণ নিদর্শন। তাই ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দুস্তানে বসবাসকারী প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কল্যাণে এই শুভক্ষণে আনন্দ ও গৌরবান্বিত বোধ করে মন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে মহৎ এই কার্যসূচিকে সফল করে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ মমিনুল আওয়াল গরিয়া।

সৈয়দ মমিনুল আরও বলেন, 'আমি নিজে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবুও বলছি, ইসলাম ধর্মের মানুষজন ধর্মীয় নির্দেশানুসারে রোজা ব্রত পালন, নামাজ পড়া প্রভৃতি স্বাভাবিক কার্যসূচির পাশাপাশি হিন্দুস্তানের নাগরিক হিসেবে সকলের রাষ্ট্রীয় পরিচয় হিন্দু। তাই হিন্দুস্তানের রামমন্দির দেশের ঐতিহাসিক স্বাভিমান। অতএব রাষ্ট্রের এই খুশির মুহূর্তে সর্বশ্রেণির নাগরিক মাত্রেই আনন্দ উপলব্ধি করে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সকলের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।'

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮০৩ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ১২ লক্ষেরও বেশি : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): লাগাম নেই সংক্রমণে, রাশ টানা যাচ্ছে না মৃত্যুতেও। করোনা-আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারত। সুস্থতার হারও ঊর্ধমুখী।

বাড়তে বাড়তে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে ১৮,৫৫, ৭৪৬-এ পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৮০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫২,০৫০ জন।

মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮,৯৩৮ জন এবং সংক্রমিত ১৮,৫৫,৭৪৬ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,৩০,৫১০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৯৮।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৩৮, ৯৩৮ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ১,৫৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ১০৯ জন, বিহারে ৩৩০ জনের, চন্ডীগড়ে ১৯ জন, ছত্তিশগড়ে ৬১ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,০২১ জনের, গোয়া ৫৬ জন, গুজরাটে ২৫০৮ জনের, হরিয়ানায় ৪৪০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৪ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪০৭ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১২৫ জনের, কর্ণাটকে ২,৫৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৮৪ জন, লাদাখে ৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯০০ জন, মহারাষ্ট্রে ১৫,৮৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৭ জন, মেঘালয়ে ৫ জন, নাগাল্যান্ডে ৫ জন, ওড়িশায় ২০৭ জনের, পুদুচেরিতে ৫৬ জন, পঞ্জাবে ৪৪২ জন, রাজস্থানে ৭১৫ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৪,২৪১ জন, তেলেঙ্গানায় ৫৬৩ জন, ত্রিপুরায় ২৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ৯০ জন, উত্তর প্রদেশে ১,৭৭৮ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,৭৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ২.১০ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৬৬.৩১ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ৩১.৫৯ শতাংশ মানুষ।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারাতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,০৮, ৬৪,৭৫০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ৩ আগস্ট ৬,৬১,১৮২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।